শিক্ষক নির্দেশিকা

দ্বিতীয় শ্রেণি

প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি
এফআইভিডিবি
খাদিম নগর , সিলেট
প্রকাশকাল: ২০১৩

সূচিপত্র

ক্র. নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১.	শ্রেণি পরিচালনার সাধারণ করণীয়	১
২.	শেখার নীতি	২
৩.	রিডিং স্কীম এর উদ্দেশ্য, মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ, বইগুলোর বৈশিষ্ট্য	৩
৪.	সাপ্তাহিক রুটিন ও দৈনিক সময় বিভাজন	৪
৫.	হাজিরা ডাকা, বড়দলে কাজ, শ্রুতলিপি, মানসাঙ্ক, রিডিং কর্ণার, পাঠ উপস্থাপন	৫
৬.	দল বিভাজন, দলীয় কাজে শিক্ষকের সহায়তা, পাঠ যাচাই, বিনোদন, সৃজনশীল কাজ	৬
৭.	বাড়ির কাজ, শিক্ষক সহায়িকা, মূল্যায়ন, পাঠাগার, ওয়ার্কবুক	৭
৮.	বিষয় ভিত্তিক পাঠদান- শেয়ারড ও গাইডেড রিডিং	৮-৯
৯.	বিষয় ভিত্তিক পাঠদান- বাংলা	৯-১০
১০.	বিষয় ভিত্তিক পাঠদান- সৃজনশীল লেখা	১১-১২
১১.	বিষয় ভিত্তিক পাঠদান- গণিত	১২
১২.	বিষয় ভিত্তিক পাঠদান- ইংরেজি, পরিবেশ বিজ্ঞান	১৩
১৩.	মূল্যায়ন প্রক্রিয়া	১৪
১৪.	পড়া (রিডিং স্কীম) মূল্যায়ন	১৫
১৫.	মূল্যায়ন বইয়ের পাঠ্যক্রম	১৬
১৬.	বিস্তারিত গল্প	১৭-১৮
১৭.	ব্যান্ডের বই এর তালিকা	১৯
১৮.	ধ্বনি চর্চা	২০
১৯.	শব্দের খেলা	২১-২৭
২০.	সৃজনশীল কাজ	২৮-৩১
২১.	মানসাঙ্ক	৩২-৩৩
২২.	গল্প বলা	৩৪
২৩.	ব্রেইনজীম	৩৫
২৪.	ছড়া ও কবিতা	৩৬-৪০

শ্রেণি পরিচালনার সাধারণ করণীয়

শ্রেণি পরিচালনায় শিক্ষককে কয়েকটি সাধারণ নিয়ম মেনে চলতে হয়। এগুলো শ্রেণি কার্যক্রমে শিশুকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করা ও শিশুর কাজকে ফলপ্রসূ করার পাশাপাশি শিখনকে দীর্ঘস্থায়ী করতে সহায়তা করে।

ক) শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি

দিনের শুরুতেই শিক্ষককে একটি সুন্দর শিক্ষা পরিবেশ তৈরি করতে হবে। হাজিরা ডাকা, কুশল বিনিময়, আগের দিনের অনুপস্থিত শিশুর সাথে অনুপস্থিতির কারণ সম্পর্কে কথা বলা - এগুলো হলো সাধারণ উদ্যোগ। এ ছাড়া শিশুদের বসার ব্যবস্থা ঠিক করা, উপকরণ প্রস্তুত রাখা ইত্যাদি শিশুদের জন্য একটি সুন্দর শিক্ষা পরিবেশ তৈরিতে সহায়তা করে।

খ) আগ্রহ তৈরি

প্রকৃত অর্থে যে কোনো পাঠে শিশুদের আগ্রহ তৈরির জন্য শিক্ষককে নানা কৌশল অবলম্বন করতে হয়। সেটি হতে পারে শিশুদের প্রতি শিক্ষকের বন্ধুসুলভ আচরণ, আকর্ষণীয় শিখন উপকরণ ব্যবহার করা, পাঠের কার্যাবলীতে বৈচিত্র্য আনা, শিশুদের জন্য উপযোগী এবং তাদের জ্ঞান সীমার ভেতর থেকে নানা উদাহরণ দেওয়া ইত্যাদি। শিক্ষকের এই সব কৌশল শিশুদের মধ্যে পাঠের প্রতি আগ্রহ তৈরিতে সহায়তা করে।

গ) শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ

একটি পাঠ ফলপ্রসূ করার জন্য যে কাজটি শিক্ষককে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে, তা হলো শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ। যাদের উদ্দেশ্যে কাজ, সে কাজে তাদেরই যদি অংশগ্রহণ না থাকে, তাহলে কাজটি কখনই অর্থবহ হয় না। শ্রেণিকক্ষের ভেতরে ও বাইরে নানা ধরনের কাজের মাধ্যমে শিক্ষক, শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারেন। বিষয় ভিত্তিক পাঠের বিস্তারিত বর্ণনায় এ সম্পর্কে ধারনা দেওয়া হয়েছে।

ঘ) যোগ্যতা অর্জন

প্রতিদিনের প্রতিটি পাঠে শিশুরা যে সকল যোগ্যতা অর্জন করার কথা তা যাতে শিশুরা যথাযথভাবে অর্জন করতে পারে সে বিষয়টি শিক্ষককে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। এটি নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষককে প্রতিদিনের পাঠগুলো ঠিক সে আঙ্গিকে সাজাতে হবে এবং সকল কার্যাবলি নির্ধারণ করতে হবে।

ঙ) পাঠ যাচাই

প্রতিটি পাঠ শিশুরা কতটা আয়ত্ব করতে পারল, পাঠের উদ্দেশ্য কতটুকু অর্জিত হলো তা শিক্ষককে পাঠ চলাকালীন এবং পাঠ সমাপান্তে শিশুদের যাচাইয়ের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হয়। ফলে শিক্ষক পরবর্তী পাঠে অগ্রসর হবেন না কি একই পাঠ পুনরালোচনা করবেন, সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।

চ) নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া শিশুদের সাহায্য করাই নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মূল উদ্দেশ্য। শিক্ষক পাঠ যাচাইয়ের সময় শিশুদের কাজ দিয়ে এবং প্রশ্ন করে বুঝতে পারেন কে কেমন পারছে। তার কাছে যাদেরকে অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া শিশু বলে মনে হবে, তাদের তিনি প্রতিদিনই শিখতে সাহায্য করবেন। নিরাময়মূলক ব্যবস্থার বাধা ধরা কোনো নিয়ম নেই, তবে কোনো বিষয় সহজ করে বুঝিয়ে দেয়া, উদাহরণ দেয়া, ভেঙে ভেঙে শেখানো এবং বারবার চর্চা করানোর মাধ্যমে শিশুদের শিখতে সাহায্য করা যেতে পারে।

শেখার নীতি

মানুষের শিক্ষা অর্জন কিছু নিয়ম/ নীতি অনুসরণ করে পরিচালিত হয়। শেখার ক্ষেত্রে এগুলো মানুষের সহজাত প্রক্রিয়া। শিক্ষা কর্মে নিয়োজিত শিক্ষক এবং অন্যান্যদের উচিৎ শিক্ষার এই নীতিগুলো অনুধাবন করে, শিক্ষার ক্ষেত্রে এগুলোকে যথাযথভাবে কাজে লাগানো।

ক) পরিচিত থেকে অপরিচিত

মানব শিশু প্রথমে বাবা, মা, ভাই-বোন ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের চেনে। পরিবারের কে বড়, কে ছোট তা বুঝতে শিখে। তারপর প্রতিবেশী মানুষ-জনের সাথে পরিচিত হয়। বাড়ির পাশের গাছ-পালা, লতা-পাতা, পশু-পাখি সম্পর্কে জানে। এ সবই তার পরিচিত, তাই পাঠদানের সময় **পরিচিত থেকে অপরিচিত** নীতিটি বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন। প্রাথমিক পর্যায়ে গণিত চর্চায় পরিচিত উপকরণ ব্যবহার করে শিশুর গণিত শেখাকে সহজ ও আনন্দময় করা যেতে পারে। যেমন- পাথর, বিচি ইত্যাদি দিয়ে গুনতে শেখানো, কারণ এগুলো তাদের পরিচিত। আবার ধরা যাক ভাষা শেখার বিষয়টি- শিশুকে **বল** শব্দটি শেখানোর সময় যদি একটি বল কিংবা বলের ছবি দেখানো হয়, তখন তার জন্য শব্দটি সহজ হয়। কারণ এখানেও শিশুকে তার পরিচিত একটি বস্তু বা ছবি থেকে তাকে অপরিচিত শব্দের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

খ) জানা থেকে অজানা

শিশু তার চারপাশের পরিবেশ থেকে গরু, ছাগল ইত্যাদি চেনে। পশুর বিভিন্ন আকৃতি থেকে জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে সে হাতি, ঘোড়া ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। অর্থাৎ পরিচিত জিনিসের সাথে তুলনা করে নতুন কোনো জিনিসের ধারণা লাভ করে। আবার আগের উদাহরণটির দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, জানা ছবি দেখিয়ে শিশুকে অজানা শব্দের জগতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

গ) সহজ থেকে কঠিন

শিশুর কাছে প্রথমেই জটিল বিষয় উপস্থাপন করলে তার অপরিণত বোধশক্তি তা পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারে না। বয়স বাড়ার সাথে সাথে শিশুর মানসিক ক্ষমতা ও দক্ষতা বাড়তে থাকে। এজন্য শিশুদেরকে প্রথমে সহজ ও ধীরে ধীরে কঠিন বিষয় শেখাতে হয়।

ঘ) মূর্ত থেকে বিমূর্ত

শিশুর চিন্ড়া ভাবনা বস্তুকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে। বস্তু ছাড়া বিমূর্ত বিষয় সম্পর্কে ধারণা লাভ করা তার পক্ষে কষ্টকর। তাই শিশুর শিক্ষা শুরু করতে হবে বস্তু অর্থাৎ মূর্ত থেকে। যেমন- একটি কাঁচা পেঁপে ও পাকা পেঁপে বোঝাতে পেঁপে দুটি এনে বুঝানো যত সহজ, মুখে বলে তত সহজ নয়। কারণ, কাঁচা ও পাকার বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য না দেখে বুঝতে পারবে না।

ঙ) সমগ্র থেকে অংশ

আমরা যখন কোনো জিনিস দেখি তখন এর সাথে সম্পূর্ণটা দেখি। তারপর আস্ড়ে আস্ড়ে এর বিভিন্ন অংশ লক্ষ্য করি। যেমন- প্রথমে শিশুকে একটি চারাগাছ দেখানো এবং পরে তার বিভিন্ন অংশ শেখানো।

চ) বিশেষ থেকে সাধারণ

শিশুকে প্রথমে বিশেষ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করার সুযোগ দিতে হবে। পরে অর্জিত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সাধারণ সূত্রের দিকে এগিয়ে নিতে হবে। যেমন- বিশেষণ কাকে বলে এই সংজ্ঞা না দিয়ে তাকে উদাহরণ দিয়ে পরে সংজ্ঞা দিলে তা বিজ্ঞান সম্মত হয়। যেমনঃ ভালো, মন্দ, কম, বেশি এবং পরিমাণ এগুলো হলো বিশেষণ। একইভাবে ২+২=৪ এই সূত্রটি আগে না বলে দুইটি কাঠির সাথে আরো দুইটি কাঠি মিলিয়ে চারটি কাঠি হয়, এই বিষয়টি শিশুকে আগে বুঝাতে হবে।

রিডিং স্কীম এর উদ্দেশ্য

- ভাষাগত দক্ষতা বৃদ্ধি (শোনা, বলা, পড়া ও লেখা)।
- সাবলীলভাবে পড়তে শেখার দক্ষতা অর্জন।
- শিশুদেরকে পড়ার প্রতি আগ্রহী করে তোলা।
- পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে সহায়তা করা।
- শব্দভান্ডার সমৃদ্ধশালী করা।
- পড়ে পাঠের বিষয় বুঝতে পারা।
- কাঠামো অনুসরণ করে লিখতে পারা।

রিডিং স্কীমের মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ

- রঙিন ছবি শিশুদের গল্পের বিষয়টি বুঝতে সহায়তা করে।
- বিগবুক দেখে শিশুরা গল্পের বইয়ের প্রতি আগ্রহী হয়।
- কী পড়তে হবে বা লিখতে হবে তা না বলে কীভাবে পড়তে বা লিখতে হয় সে কৌশল শিখিয়ে দেয়া হয়।
- শব্দের প্রতিটি ধ্বনির সঠিক উচ্চারণ ও সেগুলো একত্রিত করে সম্পূর্ণ শব্দ উচ্চারণ করা হয়।
- শেয়ারড রিডিং এ শিশুকে ববশ, দেখেশেখা শব্দ ও পাঠে ব্যবহৃত নতুন শব্দ বারবার দেখানো হয় যা পরবর্তীতে শিশুকে দ্রুত ও স্বাধীনভাবে পড়তে সহায়তা করে।
- শেয়ারড রাইটিং এ শিশুদের লেখার কৌশল দেখিয়ে দেওয়া হয় যা পরবর্তীতে শিশুকে স্বাধীনভাবে লিখতে সহায়তা করে।
- গাইডেড রিডিং এবং রাইটিং এর মাধ্যমে শিশুদের পড়া ও লেখার মান যাচাই করা হয় এবং সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সহায়তা করা হয় ।
- শিশুকে মুখস্থ করে শেখার চেয়ে বুঝে শিখতে সহায়তা করা হয়।

রিডিং স্কীমের বইগুলোর বৈশিষ্ট্য

- ৪টি লেভেলে ৪০টি বই আছে। প্রতিটি বই এর একটি করে বিগবুক রয়েছে।
- বইগুলোকে সহজ থেকে কঠিন পর্যায়ক্রমে উন্নয়ন করা হয়েছে।
- শিশুদের পরিচিত বিষয় নিয়ে সহজ এবং শিশু উপযোগী ভাষায় গল্পগুলো উন্নয়ন করা হয়েছে।
- ববশ (বহুল ব্যবহৃত শব্দ) ও দেখেশেখা শব্দের ব্যবহার রয়েছে।
- বাক্যে শব্দের পুনরাবৃত্তি রয়েছে।
- আকর্ষণীয় ছবির মাধ্যমে গল্প ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

সাপ্তাহিক রুটিন

শনিবার	রবিবার	সোমবার	মঙ্গলবার	বুধবার	বৃহস্পতিবার
শেয়ারড রিডিং ও গাইডেড রিডিং	শেয়ারড রিডিং ও গাইডেড রিডিং	বাংলা	বাংলা	পরিবেশ বিজ্ঞান	সৃজনশীল লেখা
গণিত	সৃজনশীল লেখা	গণিত	গণিত	গণিত	পরিবেশ বিজ্ঞান
ইংরেজি	ইংরেজি	সৃজনশীল লেখা	ইংরেজি	বাংলা	

দৈনিক সময় বিভাজন

কাজ	সময় বন্টন	শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহস্পতি
		০২ :৩০ মি					০১:৩০ মি
হাজিরা ডাকা	১০মি:	→					হাজিরা ডাকা ১০মি:
বড়দলে কাজ	১০মি:	শব্দের খেলা	শব্দের খেলা (ইংরেজি)	শব্দের খেলা	শ্রুতলিপি (বাংলা/ইংরেজি)	মানসাঙ্ক	
পাঠ উপস্থাপন	১৫মি:	শেয়ারড রিডিং ও গাইডেড রিডিং ৪০মিনিট	শেয়ারড রিডিং ও গাইডেড রিডিং ৪০মিনিট	বাংলা	বাংলা	পরিবেশ বিজ্ঞান	সৃজনশীল লেখা
দলীয় কাজ	২০মি:						
পাঠ যাচাই	৫মি:						
পাঠ উপস্থাপন	১৫মি:	গণিত	সৃজনশীল লেখা	গণিত	গণিত	গণিত	পরিবেশ বিজ্ঞান
দলীয় কাজ	২০মি:						
পাঠ যাচাই	০৫মি:						
বিনোদন	১০মি:	ব্রেইনজিম	ছড়া/কবিতা আবৃত্তি	গল্প বলা	সৃজনশীল কাজ	গান	
পাঠ উপস্থাপন	১৫মি:	ইংরেজি	ইংরেজি	সৃজনশীল লেখা	ইংরেজি	বাংলা	
দলীয় কাজ	২০মি:						
পাঠ যাচাই	০৫মি:						

হাজিরা ডাকা

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশের পর শিশুদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। এরপর হাজিরা ডাকার মাধ্যমে শিশুদের উপস্থিতি নিশ্চিত করবেন ও যে সব শিশু অনুপস্থিত রয়েছে অন্যান্য শিশুদের কাছে তাদের ব্যাপারে জানতে চাইবেন। পরের দিন যাতে অনুপস্থিত শিশুরা বিদ্যালয়ে আসে সেজন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। অতপর ঐ দিনের বিষয় ভিত্তিক শ্রেণির কাজের খাতা শিশুদের বন্টন করে দেবেন অথবা ২/৩ জন শিশুকে দিয়ে বন্টন করাবেন।

বড়দলে কাজ

বড়দলে বিভিন্ন বিষয় চর্চা যেমন অংশগ্রহণমূলক ও প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি করে, তেমনি শিশুদের সামাজিক ও আবেগিক বিকাশ ঘটায় যা তাদের সামগ্রিক শিখনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। শ্রেণিকক্ষে বিষয়ভিত্তিক পাঠদান শুরুর আগে ঐ বিষয় সম্পর্কিত বিভিন্ন খেলা বা কাজ বড়দলে শিশুদের নিয়ে চর্চা করাবেন। যেমন, শব্দের খেলা (বাংলা , ইংরেজি), শ্রুতলিপি, মানসাঙ্ক ইত্যাদি। এছাড়াও বাংলা ও ইংরেজি (এনসিটিবি ইংরেজি বই থেকে) প্রতি পাঠের শুর"তে ধ্বনি চার্ট থেকে ধ্বনি চর্চা করাবেন।

শ্রুতলিপি

শ্রুতলিপি বলতে কোনো পাঠের অংশবিশেষ শুনে লেখাকে বোঝায়। শ্র"তলিপি চর্চা করলে ভুল বর্ণ, শব্দ শুদ্ধ করা যায় ও বানান জ্ঞানের পরীক্ষা করা যায়। পাঠদানের বিষয়ের উপর ভিত্তি করে শ্রুতলিপি লিখতে দেবেন। শ্রুতলিপির শব্দ বা বাক্যগুলো শিক্ষক প্রথমে একবার পড়বেন, শিশুরা মন দিয়ে শুনবে। এরপর শিক্ষক আবার পড়বেন এবং শিশুরা লিখবে। সবশেষে শিক্ষক আবারও পড়বেন শিশুরা মিলিয়ে নেবে। বানান ভুল হলে শিশুরা কমপক্ষে ৩ বার ঐ বানানটি লিখবে। অধিকাংশ শিশু যে শব্দগুলো ভুল করবে শিক্ষক সেগুলো বোর্ডে লিখে দেবেন। শিশুরা দেখে দেখে লিখবে ও মনে রাখবে।

মানসাঙ্ক

ছোট ছোট গাণিতিক সমস্যার সমাধান অতি দ্রুত ও নির্ভূলভাবে সমাধান করার প্রক্রিয়া হল মানসাঙ্ক। শিশুরা যত বেশি মানসাঙ্ক চর্চা করবে গণিতের উপর তার দখল তত বাড়বে। শিশুরা খাতা-কলম ব্যবহার না করে তাৎক্ষণিকভাবে উত্তর দেবে। মানসাঙ্কের বিষয় সমূহ গণিতের পাঠ্যক্রম অনুযায়ী নির্বাচন করবেন। যেমন - তুলনা, অনুক্রম, জোড়-বিজোড়, সহজ যোগ-বিয়োগ, স্থানীয়মান ইত্যাদি। এছাড়াও নামতা, দশকের সাহায্যে গণনা ইত্যাদি বিষয় চর্চা করাবেন।

রিডিং কর্ণার

নির্দিষ্ট কাজ শেষ করার পর শ্রেণিকক্ষের একটি নির্দিষ্ট স্থানে শিশুরা একা বা জোড়ায় বসে বিভিন্ন ধরনের গল্পের বই ও ম্যাগাজিন (শিশু ম্যাগাজিন, রংধনু ইত্যাদি) পড়বে।

পাঠ উপস্থাপন

প্রতিটি বিষয় শুরু করার আগে সেই বিষয়ের 'পাঠ উপস্থাপন' করবেন। শিশুরা সংশিণ্টষ্ট বিষয়ে কী শিখবে বা চর্চা করবে তা বিশদভাবে বুঝিয়ে দেয়াই পাঠ উপস্থাপনের উদ্দেশ্য। শিশুরা যাতে সঠিকভাবে ও স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে সেজন্য তাদেরকে পাঠ উপস্থাপনের সময় কাজ ভালোভাবে বুঝিয়ে দেবেন। লক্ষ্য রাখবেন, প্রত্যেক শিশু যেন পাঠ বুঝতে পারে। প্রয়োজনে উদাহরণ দিয়ে, উপকরণ ব্যবহার করে এবং হাতে-কলমে কাজের ব্যাখ্যা দেবেন। এ জন্য শিক্ষক সবসময় পূর্ব প্রস্তুতি নেবেন। শিক্ষক সরাসরি কোনো প্রশ্নের উত্তর বোর্ডে লিখে না দিয়ে বরং প্রশ্নে কী চেয়েছে তা ভালোভাবে ব্যাখ্যা করবেন এবং কীভাবে উত্তর লিখতে হবে তার কৌশল আলোচনা করবেন। গণিতের বা শব্দের কোনো খেলার ক্ষেত্রে প্রথমে শিক্ষক নিজে কাজ করবেন এবং পরে শিশুদেরকে দিয়ে করাবেন।

দল বিভাজন

সক্রিয় শিখন পদ্ধতিতে ক্লাস পরিচালনার জন্য শিশুদের তিনটি দল গঠন করা হয়। শিশুরা দলবদ্ধভাবে কাজ করার ফলে তাদের মধ্যে সহযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে উঠে এবং শিখনেও তারা একে অপরকে সহায়তা করতে পারে। এই দলগুলো গঠন করা হয় শিশুদের সাধারণ বুদ্ধিমত্তার ভিত্তিতে। যে সব শিশু তুলনামূলকভাবে সবল তাদের একটি দল, যারা মধ্যম তাদের আরেকটি দল এবং অপেক্ষাকৃত দুর্বল শিশুদের একটি দল। আবার দুর্বল ও সবল শিশুকে পাশাপাশি বসিয়েও দল করা হয় । এতে দুর্বল শিশু সহপাঠীর কাছ থেকে সহায়তা পায় এবং সবল শিশুর মধ্যেও অন্যকে সহায়তা করার মানসিকতা গড়ে উঠে। প্রতি দলে ১০ জন শিশু থাকে। শিশুদের সুবিধার্থে তিনটি দলকে তিনটি নাম দেয়া যেতে পারে যেমন গোলাপ, বেলী, শাপলা। বছরের বিভিন্ন সময়ে দলে পরিবর্তন আনা যেতে পারে। আবার পাঠের প্রয়োজনে শিশুদের ছোট ছোট দলে ভাগ করতে পারেন।

দলীয় কাজে শিক্ষকের সহায়তা

প্রতি দলেই কমপক্ষে একবার সরাসরি সহায়তা করবেন। যেসব শিশু ভালোভাবে কাজ করতে পারবে তাদেরকে উৎসাহ দেবেন যারা পারবে না তাদেরকে একটু বেশি সময় দেবেন। যেসব শিশু আগে কাজ শেষ করে ফেলবে তাদেরকে অতিরিক্ত কাজ দেবেন অথবা রিডিং কর্ণারে বসে পড়তে বলবেন। লক্ষ্য রাখবেন কোনো শিশু যেন কাজ ছাড়া না থাকে। শিশুকে ব্যস্ড় রাখার জন্য তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ড় নেবার দক্ষতা প্রত্যেক শিক্ষককে অর্জন করতে হবে।

পাঠ যাচাই

মূলত শিশুদের মধ্যে আন্ড়ঃসম্পর্ক তৈরি এবং ধারণা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ই পাঠ যাচাইয়ের উদ্দেশ্য। শিশুরা যদিও ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে একই কাজ করে তবুও বিভিন্ন শিশু কিংবা বিভিন্ন দলের অভিজ্ঞতা ভিন্ন হতে পারে। তাই আলোচনার মাধ্যমে শিশুদের অভিজ্ঞতার ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করাই হচ্ছে পাঠ যাচাই। প্রতিটি বিষয়ের দলীয় কাজ শেষ করার পর সবগুলো দল একসাথে বসবে এবং আলোচনার মাধ্যমে কাজ শেয়ার করবে। কোনো শিশুর কাজ সঠিক না হলে শিক্ষক তা সংশোধন করে দেবেন।

বিনোদন

শিশুদের শারীরিক এবং মানসিক বিকাশে বিনোদনের বিষয়টি খুবই গুর“ত্বপূর্ণ। পাঠের ফাঁকে এই বিনোদন প্রকৃতপক্ষে শিশুকে পাঠে অধিক মনোযোগী করার জন্য সহায়ক হিসেবে কাজ করে। প্রথম দু'টি বিষয় পাঠদান শেষে বিনোদন হবে। বিনোদনের জন্য গান, কবিতা, ছড়া, গল্পবলা অথবা ব্রেইনের হালকা ব্যায়াম (ব্রেইন জীম) চর্চা করাবেন। ইংরেজি বিষয়ের দিন ছড়া/কবিতার পাশাপাশি 'Simon says', Follow My Leader' ইত্যাদি খেলা চর্চা করাবেন। গল্প বলার সময় শিক্ষক নিজেই যথাযথ ভাবভঙ্গী প্রকাশ করে সাবলীলভাবে গল্প বলবেন। গল্প শোনার সময় শিশু মজা পাচ্ছে কি না শিক্ষক তা লক্ষ্য রাখবেন। মাঝে মাঝে শিশুদের দিয়েও গল্প বলতে উৎসাহিত করবেন।

সৃজনশীল কাজ

সক্রিয় শিখন পদ্ধতির সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক যোগ্যতা অর্জনের পাশাপাশি শিশুদের সৃজনশীল বিকাশের সুযোগ রয়েছে। 'সৃজন' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো সৃষ্টি করা, নির্মাণ বা তৈরি করা। তবে এ সৃষ্টি কোনো কিছুর অনুকরণ নয়, এমন কি অনুসরণও নয়। কোনো নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু অবলম্বনে, সেই বিশেষ বিষয়টি সম্পর্কে নিজস্ব ভাবনা-চিন্ড়া, আবেগ-উপলব্ধিগুলোকে যখন শিশুরা একেবারেই নিজের মতো করে প্রকাশ করে এবং যার মধ্যে একটি শিল্পময় রূপের প্রকাশ ঘটে তখন তাকে সৃজনশীল কাজ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। শিশুরা বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে অর্থবহ কিংবা কাল্পনিক কিছু সৃষ্টি করতে পারে। যেমন কোনো বস্তু কিংবা আকৃতি অথবা শব্দ বা বাক্য ইত্যাদি। শিশুরা শ্রেণিকক্ষের ভিতরে কিংবা বাহিরে সৃজনশীল কাজ করবে। যেমন, পাজল মেলানো, ফিশিং গেইম , বর্ণের চাকতি (ইংরেজি শব্দের তালিকা) এবং বিভিন্ন ধরনের খেলা ইত্যাদি।

বাড়ির কাজ

শ্রেণিকক্ষে যে জ্ঞান বা ধারণা শিশু অর্জন করে তা প্রয়োগ করে বাড়িতে কাজ চর্চার মাধ্যমে। শিশুদেরকে বাড়ির কাজ করে আনতে উৎসাহ দেবেন। এতে শিশুরা বাড়িতে পড়ালেখা করবে। শিক্ষক পাঠ উপস্থাপন বা পাঠ যাচাই এর সময়

বাড়ির কাজ নিয়ে আলোচনা করবেন ও ৩/৪ জন শিশুর কাজ দেখবেন। এ ছাড়া মাঝে মাঝে শিশুরাও একে অপরের খাতা যাচাই করতে পারে। তবে এতে শিক্ষকের সহায়তা প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে যে, শিক্ষক যদি বাড়ির কাজ যাচাই না করেন কিংবা শিশুদের সাথে তাদের কাজ সম্পর্কে আলোচনা না করেন তাহলে বাড়ির কাজ করার ব্যাপারে শিশুরা আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে।

শিক্ষক সহায়িকা

এনসিটিবি পাঠ্য বইসমূহকে শিক্ষক ও শিশুদের কাছে অধিকতর কার্যকর করার জন্যই শিক্ষক সহায়িকা তৈরি করা হয়েছে। পাঠের উদ্দেশ্য, মূলভাব ও অর্জন উপযোগী যোগ্যতাগুলোকে বিবেচনায় রেখে শিশু উপযোগী কাজ নির্ধারণ করা হয়েছে। বাংলা ও দ্বিতীয় ভাষা ইংরেজি পাঠদানে ভাষার চারটি দক্ষতা (বলা, শোনা, পড়া, লেখা) চর্চা, গণিত বিষয়ে বাস্ড়ব উদাহরণ ও উপকরণের ব্যবহার, পরিবেশ বিজ্ঞানে পর্যবেক্ষন ও হাতে কলমে কাজ ইত্যাদি বিষয় সহায়িকায় প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। শিক্ষকদের অবশ্যই সহায়িকাগুলো সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা থাকতে হবে। এছাড়াও প্রতিটি পাঠকে মাঠের বাস্ড়বতা অনুযায়ী নির্দিষ্ট দিনে ভাগ করা হয়েছে।

মূল্যায়ন

মূল্যায়ন হচ্ছে শিখন-শেখানোর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। পাঠ্যক্রমে উলেণ্ঢখিত অর্জন উপযোগী যোগ্যতার আলোকে মূল্যায়ন করা হবে। শিশুরা কাংখিত যোগ্যতা অর্জন করতে পারে কি না তা মূল্যায়নের মাধ্যমে নিরূপণ করা ও নিশ্চিত হওয়া যায়। তাই পাঠ চলাকালে ও পাঠ শেষে পাঠের উদ্দেশ্য অর্জিত হলো কি না তা মূল্যায়নের মাধ্যমে জানা যায়। মূল্যায়ন থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের উপর ভিত্তি করেই শিক্ষক পাঠদানের পরিকল্পনা করবেন। প্রতি মূল্যায়নের পর প্রয়োজন অনুযায়ী সবল, মাঝারি ও দুর্বল চিহ্নিত করে দল পূর্নগঠন করবেন।

পাঠাগার

শিশুদের পঠন অভ্যাস গড়ে তোলা ও পঠন দক্ষতা বৃদ্ধি এবং শিশুদের মধ্যে সৃজনশীল ও সুস্থ চিন্ড়া চেতনার বিকাশের লক্ষে বিদ্যালয় ভিত্তিক পাঠাগার রয়েছে। শিশুরা সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে পাঠাগার থেকে বই সংগ্রহ করবে ও জমা দেবে। শিক্ষক পাঠাগারের বই সংরক্ষণ, শিশুদের বই দেয়া ও নির্দিষ্ট সময় পর বই সংগ্রহ করা ইত্যাদি বিষয়গুলো নিশ্চিত করবেন। এছাড়াও শিশুদের বই পড়তে উৎসাহিত করা, পঠন অভ্যাস গড়ে তোলার পাশাপাশি পঠিত বই ও বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা করবেন। পাঠাগার পরিচালনার ক্ষেত্রে যেসব নির্দেশনা রয়েছে শিক্ষক সেগুলো অনুসরণ করবেন।

ওয়ার্কবুক

ওয়ার্কবুকে কাজ করার মাধ্যমে শিশু একা একা কাজ করা শিখবে। বংলা, গণিত ও ইংরেজি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে কিছু কিছু কাজ ওয়ার্কবুকে রয়েছে। রুটিন অনুযায়ী বিষয়ভিত্তিক ক্লাসের সময় ওয়ার্কবুক (বাংলা/ গণিত/ ইংরেজি) চর্চা করাবেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী ওয়ার্কবুক চর্চা করাবেন। প্রয়োজনে বাড়িতে ওয়ার্কবুক এর কাজ দিতে পারেন। শিশুরা ওয়ার্কবুক এর কাজ করার পর তা যাচাই করবেন ও কোনো ভুল থাকলে সংশোধন করে দেবেন ও শিশুকে দিয়ে চর্চা করাবেন।

বিষয় ভিত্তিক পাঠদান

শেয়ারড ও গাইডেড রিডিং

শিক্ষক ও শিশুদের মধ্যকার দলবদ্ধভাবে 'পড়া ও লেখা' শিখন-শেখানোই হলো শেয়ারড ও গাইডেড রিডিং। এটি একটি মিথস্ক্রিয়ামূলক (Interactive) প্রক্রিয়া, যেখানে শিক্ষক এক প্রানবন্ড় পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে শিশু উপযোগী করে পাঠদান করেন এবং একই সাথে শিশুরাও সেই পাঠ গ্রহণে স্বত:স্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। শেয়ারড রিডিং - এ শিক্ষকের ভূমিকাই প্রধান। কীভাবে পড়তে হবে তিনি তা মডেল হিসাবে করে দেখাবেন। গাইডেড রিডিং - এ শিশুই মূলত কাজ করবে। শিক্ষক শিশুদের মান অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সহায়তা করবেন।

শেয়ারড রিডিং

করণীয়

- শেয়ার রিডিং ও গাইডেড রিডিং-এ একই বই শিশুরা পড়বে।
- লেভেল ৪ এর বই পড়ানো হবে।
- লেভেল ৪ এর প্রতিটি বই দুই সপ্তাহ করে পড়াবেন।
- সহায়িকা অনুসরণ করে পাঠদান করবেন।
- শিক্ষক বড়দলে বিগবুক থেকে পড়ে শোনাবেন।
- শিক্ষক প্রতিটি বইয়ের বিস্ড়ারিত গল্প শিশুদের বলবেন।
- চলমান বইয়ের 'শেখানো শব্দ' এবং 'দেখেশেখা শব্দ' শ্রেণিকক্ষে ডিস-পেণ্ড বোর্ডে টাঙিয়ে রাখবেন।
- গল্প বলার সময় শিশু আঞ্চলিক বা কথ্য শব্দ ব্যবহার করতে পারে। এক্ষেত্রে শিক্ষক সঠিক ও শুদ্ধ শব্দটি বলে দেবেন এবং শিশুদের দিয়ে উচ্চারণ করাবেন। বিশেষ করে যে শব্দগুলো গল্পের শব্দের সাথে মিল রয়েছে।

পাঠদান প্রক্রিয়া

শিক্ষক নিম্নবর্ণিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে শেয়ারড রিডিং এর ক্লাস পরিচালনা করবেন। শিশুরা অংশগ্রহণ করবে।

- শিশুরা বড় দলে বসবে। শিক্ষকের কাছে গল্পের বিগবুক থাকবে।
- বইয়ের নাম ও প্রচ্ছদ সম্পর্কে শিশুদের বলবেন।
- শিশু যাতে ঘটনা সম্পর্কে অনুমান করতে পারে কিংবা কল্পনা করতে পারে এমন প্রশ্ন করবেন। যেমন- ছবিতে কী ঘটছে, পরবর্তী পৃষ্ঠায় কী ঘটতে পারে, এটা ঘটার কারণ কী ইত্যাদি।
- ছবিতে গল্পের চরিত্রের ভাবভঙ্গি/ অনুভূতি শিশুরা বুঝতে পারছে কি না তা যাচাই করবেন। যেমন, **'পুতুল বিয়ে'** বইটিতে- রিতার মন খারাপ কেন? তোমার কী মনে হয়? কণা ও অপু কী করছে? ইত্যাদি।
- গল্পের ঘটনার সাথে নিজের অভিজ্ঞতার মিল থাকলে বলবেন। কোনো শিশুর অভিজ্ঞতার মিল রয়েছে কি না প্রশ্ন করে জেনে নেবেন।
- এরপর শেখানো শব্দ, দেখেশেখা শব্দ শিশুদের বারবার দেখাবেন ও উচ্চারণ করাবেন।
- শেখানো শব্দগুলো ধ্বনি (অক্ষর) ভেঙে ও একত্রিত করে চর্চা করাবেন। যেমন - **আ মা কে = আমাকে, খে লার = খেলার, সাম নে = সামনে।**
- একই কারচিহ্ন, ফলাচিহ্ন (ো , ী , ্র, ্ব) বা যুক্তবর্ণ ব্যবহার করে শিশুদের পরিচিত একই ধরণের আরও কয়েকটি শব্দ পরিচয় করিয়ে দেবেন। যেমন: ছোট, বোন, বন্যা, কন্যা ইত্যাদি।
- পড়ানোর সময় বিভিন্ন বাক্যে একই ধরনের শব্দ খুঁজে বের করে দেখাবেন বা 'শেখানো শব্দ' ও 'দেখেশেখা' শব্দগুলোর সাথে মেলাবেন।

গাইডেড রিডিং

করণীয়

- মূলত: শেয়ারড রিডিং-এ যে বই পড়ানো হবে, গাইডেড রিডিং-এ একই বই শিশুরা পড়বে।
- প্রতিটি গাইডেড রিডিং সেশনে শিক্ষক শ্রেণির ৭/৮জন শিশুকে পড়ায় সরাসরি সহায়তা করবেন। বাকিরা অন্যান্য রিডিং অ্যাকটিভিটি, শব্দের খেলা চর্চা করবে।
- শিশুরা পড়ার বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করে কি না শিক্ষক তা লক্ষ্য রাখবেন।
- শিক্ষক নির্দিষ্ট দলের শিশুদের সরাসরি পড়ায় সহায়তা করার পূর্বে অন্যান্য শিশুদের কাজ বুঝিয়ে দেবেন।

পাঠদান প্রক্রিয়া

শিক্ষক নিম্নবর্ণিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে গাইডেড রিডিং এর ক্লাস পরিচালনা করবেন।

- শিশুরা নিজ নিজ দলে বসবে। প্রত্যেকের কাছে একই বইয়ের একটি করে কপি/ জোড়ায় জোড়ায় শিশুদের কাছে একই বইয়ের একটি করে কপি থাকবে। শিক্ষক যখন একজন শিশুকে পড়তে সহায়তা করবেন বাকি শিশুরা তখন একা একা অথবা জোড়ায় জোড়ায় পড়বে।
- শিশু যাতে ঘটনা সম্পর্কে অনুমান করতে পারে কিংবা কল্পনা করতে পারে এমন প্রশ্ন করবেন। যেমন- ছবিতে কী ঘটছে, পরবর্তী পৃষ্ঠায় কী ঘটতে পারে, এটা ঘটার কারণ কী ইত্যাদি।
- পড়ার সময় শেখানো শব্দ, দেখেশেখা শব্দ শিশুকে বারবার দেখাবেন ও উচ্চারণ করাবেন।
- শেখানো শব্দগুলো ধ্বনি (অক্ষর) ভেঙে ও একত্রিত করে চর্চা করাবেন। যেমন - **মা মার = মামার, খে লায় = খেলায়, এ সে ছেন = এসেছেন।**
- সহায়িকা অনুকরণ করে পাঠদান করাবেন।

[রিডিং স্কীমের বইগুলো পড়ানো শেষ করার পর একইভাবে ব্যান্ডের বইগুলো পড়াবেন। তবে ব্যান্ডের বইয়ের কোনো মূল্যায়ন করতে হবে না।]

বাংলা

বাংলা পাঠ্য বই এর কবিতা ও গদ্য চর্চার মাধ্যমে শিশুরা মাতৃভাষার বিভিন্ন দক্ষতা অর্জন করে। পাঠ উপস্থাপনের সময় শিক্ষক সহায়িকা অনুসরণ করে সংশিণ্টষ্ট পাঠটি ভালোভাবে পড়বেন। এরপর ২/১ জন শিশুকেও পড়তে দেবেন। নতুন শব্দের উচ্চারণ/ ধ্বনি, শব্দের অর্থ, বানান বুঝিয়ে দেবেন এবং শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরির কৌশল শিখিয়ে দেবেন। পাঠের অনুশীলনী থেকে প্রশ্ন বুঝিয়ে দেবেন। শিশুরা নিজেরাই যাতে লেখার চেষ্টা করে সে ব্যাপারে তাদেরকে উৎসাহ দেবেন। দলে গিয়ে শিশুরা নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করবে এবং শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন

কবিতা পাঠদানের উদ্দেশ্য:

কবিতা শিখনের প্রাথমিক কয়েকটি উদ্দেশ্য চিহ্নিত করা হয়েছে। যেমন,

১. শিশুদের শুদ্ধ উচ্চারণ শেখানো।

২. কবিতার ছন্দ ও ভাবের সামঞ্জস্যপূর্ণ উপস্থাপনের মাধ্যমে শিশুর কল্পনা ও আগ্রহের বিকাশ সাধন করা।

৩. কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে কথা বলার অনুশীলন, উচ্চারণ অনুশীলন করতে শিশুদেরকে সাহায্য করা।

৪. শিশুদের নিজের মনোভাব কবিতার মাধ্যমে প্রকাশ করতে উৎসাহিত করা।

কবিতা পাঠদানের পদ্ধতি ও কৌশল:

শ্রেণিকক্ষে কবিতা পাঠদানের জন্য শিক্ষক নিম্নলিখিত ধাপগুলো অনুসরণ করবেন-

১. কবিতার প্রাসঙ্গিক ছবি দেখাবেন এবং কবিতায় উলিণ্ঢখিত বিষয়/ বস্তুগুলোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন।

২. শুদ্ধ ও স্পষ্ট উচ্চারণে ছন্দ অনুসরণ করে শিশুদের কবিতা আবৃত্তি করে শোনাবেন। আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় অঙ্গভঙ্গি বা অভিনয় করে দেখাবেন। শিশুদেরকে নিয়ে কবিতাটি একাধিকবার আবৃত্তি করবেন।

৩. কবিতায় ব্যবহৃত শব্দের অর্থ বোর্ডে লিখবেন এবং কবিতার বিষয়বস্তু ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করবেন।

৪. বিষয়বস্তু শিশুরা বুঝতে পারল কি না প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে তা নিশ্চিত হবেন।

৫. শিশুদেরও অঙ্গভঙ্গি করে কবিতাটি আবৃত্তি করতে বলবেন এবং লক্ষ্য রাখবেন, শিশুরা কবিতার ছন্দ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে কি না।

৬. শিশুদের মান অনুযায়ী লেখার কাজ করতে দেবেন।

গদ্য পাঠদানের উদ্দেশ্য:

গদ্য শিখনের প্রাথমিক কয়েকটি উদ্দেশ্য চিহ্নিত করা হয়েছে:

১. শিশুদের নিয়মিত পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা।

২. শিশুদের পড়া অনুশীলনের মাধ্যমে পঠন দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

৩. শিশুদের শব্দভান্ডার সমৃদ্ধ করা।

৪. শিশুদের চিন্ড়াশক্তির বিকাশ সাধন করা।

৫. পাঠ্যবইয়ের বাইরে অন্যান্য রচনা পড়ার প্রতি শিশুদের আগ্রহ সৃষ্টি করা।

গদ্য পাঠদানের পদ্ধতি ও কৌশল:

গদ্য পাঠদানের জন্য শিক্ষক নিম্নলিখিত ধাপগুলো অনুসরণ করবেন-

১. গদ্যের সঙ্গে সংশিণ্ঢষ্ট উপকরণ (ছবি, বাস্ড়ব কোন জিনিস, চার্ট ইত্যাদি) ব্যবহার করবেন।

২. গদ্যপাঠে উলিণ্ঢখিত বিশেষ বিশেষ শব্দের অর্থ বোর্ডে লিখে শিশুদের শিখতে সহায়তা করবেন।

৩. যথাযথভাবে বিরামচিহ্নের নিয়ম মেনে গদ্যপাঠটি পড়বেন এবং শিশুদেরও পড়ার সময়ে একইভাবে তা অনুশীলন করতে বলবেন।

৪. পড়ার পর গদ্যপাঠটির বিষয়বস্তু শিশুদের কাছে বর্ণনা করবেন এবং তাদেরকে নিজের ভাষায় বলতে বলবেন।

৫. শিশুদেরকে পাঠের সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ পড়তে বলবেন।

৬. শিশুদেরকে পাঠ সম্পর্কিত ছোট ছোট প্রশ্ন করবেন।

৭. শিশুদের মান অনুযায়ী লেখার কাজ করতে দেবেন।

সৃজনশীল লেখা

সৃজনশীল বিকাশের লক্ষ্যে শিশুদের বিভিন্ন বিষয়ের উপর স্বাধীনভাবে লিখতে ও ছবি আঁকতে দেবেন। শিশুদের মান অনুযায়ী গল্পলেখা, ডায়রী, চিঠি, কোনো বিষয় সম্পর্কে বর্ণনা বা ছড়া ইত্যাদি চর্চা শিশুর সৃজনশীলতা বিকাশে সহায়তা করে। এছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ের **নাম** (যেমন- ফুল, ফল, ইত্যাদি), **তালিকা** তৈরি (যেমন বাজারের তালিকা, পরিবারের সদস্যদের তালিকা ইত্যাদি), **প্রশ্নবোধক বাক্য তৈরি** (যেমন- তোমার নাম কী ? তোমার বাড়ি কোথায় ? ইত্যাদি), **নীতি কথামূলক বাক্য** (যেমন- সত্য কথা বলব বড়দের সম্মান করব) ইত্যাদি বিষয় চর্চা করাতে হবে।

গল্পলেখা:

নিচে গল্পলেখা বিষয় পাঠদানের জন্য ২ (দুই) ধরনের কৌশল/ প্রক্রিয়া উলেণ্টখ করা হয়েছে। এই কৌশল বা প্রক্রিয়া অনুসরণ করে শিক্ষকগণ গল্প লেখা ক্লাসে পাঠদান করবেন।

বিভিন্ন চরিত্র ও স্থানের কার্ড ব্যবহার করে গল্প তৈরি:

- প্রথমে স্থানের কার্ডগুলো উল্টোভাবে শিশুদের সামনে ধরবেন এবং যে কোনো একজন শিশুকে একটি কার্ড টেনে নিতে বলবেন। তারপর কার্ডটি সবাইকে দেখাতে ও ছবির নাম বলতে বলবেন।
- এবার চরিত্রের কার্ডগুলো উল্টোভাবে বিছিয়ে ধরবেন এবং যে কোনো দুই জন শিশুকে একটি করে কার্ড টেনে নিতে বলবেন এবং সবাইকে দেখাতে ও ছবির নাম বলতে বলবেন।
- এরপর উক্ত স্থান ও চরিত্র ব্যবহার করে একটি গল্প তৈরির জন্য জোড়ায় জোড়ায় শিশুদেরকে কিছু সময় চিন্ড়া করতে বলবেন।
- কয়েক জোড়া শিশুকে তাদের গল্পগুলো বলতে ও অভিনয় করে দেখাতে বলবেন।
- পরবর্তীতে কিছু ধারণা সংযোজন করে শিশুদের নিয়ে সম্পূর্ণ গল্পটি তৈরি করবেন এবং গল্পের শিরোনাম নির্ধারণ করবেন।
- এরপর বোর্ডে/সাদা কাগজে গল্পের কয়েকটি মূল শব্দ (যেমন- গেল, নিচে, পাহাড়, স্কুল ইত্যাদি) লিখে দেবেন।
- শিশুদেরকে প্রথমে গল্পের ছবি আঁকতে ও পরে গল্পের শিরোনাম এবং মূল শব্দগুলো ব্যবহার করে নিজ থেকে গল্পটি লিখতে বলবেন।

পরিচিত বইয়ের গল্পের শেষ ঘটনার পরিবর্তন বা সাথে আরো ঘটনা যুক্ত করে গল্প তৈরি:

- পরিচিত বইয়ের গল্পের শেষ ঘটনা পরিবর্তন করে বা সাথে আরো ঘটনা যুক্ত করে গল্প তৈরি করতে শিশুদের সহায়তা করবেন। যেমন- 'কত বড় শালগম' বইয়ের প্রসঙ্গে শিশুদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, এই গল্পের শেষে যে শালগমটি তোলা হয়েছে তা আর কীভাবে তোলা যেত? অথবা শালগমটি তুলে তারা কী করল ? তারা কি খেল না বাজারে নিয়ে গেল। শিশুদেরকে এ বিষয়ে কিছুক্ষণ চিন্ড়া করতে বলবেন ও পরে তাদের ধারণা ব্যক্ত করতে বলবেন।
- পরবর্তীতে কিছু ধারণা সংযোজন করে শিশুদের নিয়ে সম্পূর্ণ গল্পটি তৈরি করবেন এবং গল্পের শিরোনাম নির্ধারণ করবেন।
- তারপর বোর্ডে/ সাদা কাগজে গল্পের শিরোনাম ও কয়েকটি মুল শব্দ লিখে দেবেন।
- শিশুদেরকে প্রথমে গল্পের ছবি আঁকতে ও পরে গল্পের শিরোনাম এবং মূল শব্দগুলো ব্যবহার করে নিজ থেকে গল্পটি লিখতে বলবেন।

ডায়রী লেখা:

দৈনন্দিন বিষয় (দিনের উলেণ্টখযোগ্য বিষয়), দিনের কাজের তালিকা, সপ্তাহের কাজ, নিজ সম্পর্কে, নিজের ভালো লাগে এমন বিষয় সম্পর্কে, উলেণ্টখযোগ্য ঘটনা, স্মরণীয় কোনো ঘটনা ইত্যাদি ডায়রীতে লেখা হয়।

প্রথমে নিজের সারাদিনের কাজের একটি তালিকা কী হবে তা শিশুদের সাথে আলোচনা করে বুঝিয়ে দেবেন। ২/১ জন শিশুকে তার নিজের কাজ সম্পর্কে বলতে বলবেন। তারপর কাজগুলোকে কীভাবে ডায়রী আকারে লিখতে হবে তা ব্যাখ্যা করবেন ও শিশুরা বুঝলো কি না তা নিশ্চিত হবেন।

দলে গিয়ে শিশুরা তাদের যার যার কাজ ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে কয়েকটি বাক্য লিখবে ও লেখা শেষে পড়বে। শিশুরা যাতে একে অন্যের খাতা দেখে না লিখে শিক্ষক সেদিকে লক্ষ রাখবেন।

চিঠি লেখা:

বাবা-মা, ভাই-বোন বা বন্ধুর কাছে চিঠি লেখা। এ ক্ষেত্রে চিঠি লেখার বিভিন্ন ধাপগুলো আলোচনা করবেন। দলে শিশুরা নিজ থেকে চিঠি লিখবে। আপনি প্রয়োজনীয় সহায়তা করবেন।

বর্ণনা লেখা:

একই বিষয়ে একাধিক বাক্য লেখা। যেমন, মা দিয়ে নিম্নোক্ত বাক্য তৈরি হতে পারে- মা আমার সবচেয়ে প্রিয়। মা আমাকে ভালোবাসেন। মা আমাকে পড়ান। একইভাবে অন্যান্য বিষয়গুলো দিয়েও শিশুরা বর্ণনা লেখা চর্চা করবে। বিষয়গুলো হতে পারে- দেশ, পোষা প্রাণি, প্রিয় ফুল, ফল, রঙ, মানুষ, খেলনা ইত্যাদি।

ছড়া লেখা:

ছড়া লিখতে অন্ড়মিল (দুটি বাক্যের শেষ শব্দ দুটির মিল) বুঝাবেন। শিশুদের নিয়ে কয়েকটি অন্ড়মিল যুক্ত শব্দ চর্চা করবেন। যেমন- পাতা-ছাতা, চলি-বলি ইত্যাদি। দলে গিয়ে শিশুরা অন্ড়মিল মিলিয়ে ছড়া লিখবে (যা পারে, যতটুকু পারে)। একই ছন্দের শব্দ দিয়ে বাক্যাংশ হতে পারে " আমি যাই, তাই-তাই, ভয় নাই" ইত্যাদি। তাছাড়া জোড়ায় জোড়ায় শিশুদের দিয়ে (যেমন- একটি শিশু একটি শব্দ বলবে, অন্য শিশু অন্ড়মিল আছে এমন শব্দ বলবে এবং নিজেদের খাতায় লিখবে) চর্চা করাতে পারেন। এভাবে কয়েকটি লাইন লিখবে।

গণিত

এনসিটিবি গণিত বই এর পাঠ্যক্রম অনুযায়ী গণিত চর্চা করাবেন। তবে কোনো বিষয় সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেয়ার জন্য এনসিটিবি গণিত এর সংশিণ্টষ্ট পাঠ শুর" করার আগে সক্রিয় গণিত শিখন (সংখ্যা ধারণা-২) উপকরণ থেকে খেলা চর্চা করাবেন। শিশুদের ধারণা পরিস্কার হয়ে গেলে এনসিটিবি বই থেকে ঐ সংশিণ্টষ্ট বিষয়ের গণিত চর্চা করাবেন।

সক্রিয় গণিত শিখন (সংখ্যা ধারণা-২) পাঠদানের কয়েকটি কৌশল:

- এনসিটিবি গণিত বই এর পাঠ্যক্রম এর সাথে মিল রেখে সক্রিয় গণিত শিখন সংখ্যা ধারণা-২ থেকে পর্যায়ক্রমে গণিত খেলা চর্চা করাবেন।
- পাঠ উপস্থাপনের সময় খেলার উদ্দেশ্য প্রথমে ব্যাখ্যা করবেন। পরে শিশুদের কয়েকজনকে নিয়ে খেলাটি চর্চা করবেন।
- দুই বা তিনজন শিশুকে খেলাটি পুনরায় খেলতে দেবেন।
- এরপর শিশুরা দলে গিয়ে খেলাটি নিজেরা চর্চা করবে এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা করবেন।
- প্রয়োজনে খেলা কিছুটা পরিবর্তন করে দেয়া যেতে পারে। যেমন সংখ্যার পরিবর্তন বা উপকরণ পরিবর্তন ইত্যাদি।

ইংরেজি

ইংরেজি একটি বিদেশী ভাষা। তাই এই ভাষা শেখার জন্য অনেক বেশি চর্চা প্রয়োজন। ইংরেজি ক্লাসে শিশুদের সাথে ইংরেজিতে কথা বলা ও তাদেরকে কথা বলতে উৎসাহিত করা দরকার। শিক্ষক শিশুদের ইংরেজি ভাষা অনুশীলনের জন্য কয়েকটি পদক্ষেপ নেবেন। যেমন, আদেশ-নির্দেশ প্রদানের ক্ষেত্রে সহজ ইংরেজি বাক্যের ব্যবহার করবেন (Sit-Down, Standup, Thank you ইত্যাদি)। শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন প্রকার প্রাণী, ফল, রং ইত্যাদির ইংরেজি চার্ট দেয়ালে টাঙিয়ে রাখবেন। এছাড়াও বিভিন্ন উপকরণের (যেমন- টেবিল, দরজা, বোর্ড, চেয়ার ইত্যাদি) গায়ে সেগুলোর নাম বাংলা-ইংরেজি উভয় ভাষায় লিখে রাখতে পারেন।

ইংরেজি পাঠদানের কয়েকটি কৌশল:

- ইংরেজি সহায়িকায় উলেণ্ঢখিত নির্দেশনা অনুযায়ী পাঠ পরিচালনা করবেন।
- পাঠদানের সময় শিশুদের সাথে ইংরেজি শব্দ বা বাক্য ব্যবহার করবেন।
- ইংরেজি বর্ণগুলো লেখার ক্ষেত্রে সঠিক দিক নির্দেশনা অনুযায়ী চর্চা করাবেন।
- ইংরেজি ছড়াগুলো সঠিক ধ্বনি উচ্চারণ করে, তাল-লয় ও অভিনয়ের মাধ্যমে চর্চা করাবেন।

পরিবেশ বিজ্ঞান

পাঠদানের কয়েকটি কৌশল:

- পাঠদানের সময় সহায়িকায় বর্ণিত ধাপগুলো অনুসরণ করবেন। পাঠ্য বিষয়ের উপর উন্মুক্ত প্রশ্ন করার মাধ্যমে সকল শিশুকে ঐ বিষয়ে চিন্ড়া করার সুযোগ প্রদান করবেন। (যেমন- কোনো শিশুকে নির্দিষ্ট করে প্রশ্ন না করে সকলকে একই প্রশ্ন করবেন)।
- শিশুর পূর্বজ্ঞান যাচাই করবেন। অর্থাৎ পরিবেশ বিজ্ঞানের যে বিষয়টি পাঠদান করবেন সেটি সম্পর্কে শিশুর পূর্বের ধারণা কী তা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জেনে নেবেন।
- বিষয় সম্পর্কে অর্জিত ধারণা, তার আঁকা ছবি এবং লেখা আলোচনার মাধ্যমে অন্যান্যের সাথে শেয়ার করার সুযোগ দেবেন।
- ব্যবহারিক পাঠগুলোর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখবেন।
- শিশুরা পাঠের বিষয়বস্তুর সাথে মিল রেখে যাতে ছবি আঁকতে পারে তা খেয়াল রাখবেন। শিশুরা প্রয়োজনে রং পেন্সিল ব্যবহার করতে পারে।
- ভ্রমণ বা কোনো কিছু পর্যবেক্ষণের সময় শিশুদের ঐ বিষয়ের উপর বেশি বেশি প্রশ্ন করবেন এবং শিশুদেরকেও প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করবেন।
- কোনো বিষয় শ্রেণিকক্ষে আলোচনার সময় বাস্তব উপকরণ বা বাস্তব উদাহরণের ব্যবহারকে প্রাধান্য দেবেন।
- বিষয়ের উপর আলোচনার সময় সকল শিশুর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন। (মাঝে মাঝে শিশুকে নির্দিষ্ট করে প্রশ্ন করবেন)।
- পাঠ্য বিষয়ের উপর বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভের জন্য শিশুদেরকে ভ্রমণে নিয়ে যাবেন। ভ্রমণে গেলে শিশুর নিরাপত্তার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখবেন।

মূল্যায়ন প্রক্রিয়া

- মূল্যায়নের জন্য অর্জন উপযোগী যোগ্যতা যাচাইপত্র ব্যবহার করবেন।
- প্রতিটি বিষয়ের মূল্যায়ন সেশনে সব শিশুদের একই দিনে মূল্যায়ন করবেন। সহায়িকায় উলিণ্ঢখিত নির্দিষ্ট পাঠের পর মূল্যায়ন করবেন।
- মূল্যায়নের নির্দিষ্ট দিনে মূল্যায়ন খাতায় উলিণ্ঢখিত প্রশ্নপত্র বোর্ডে লিখবেন এবং শিশুরা কীভাবে উত্তর করবে তা ব্যাখ্যা করবেন। শিশুরা বোর্ডের প্রশ্নের আলোকে খাতায় উত্তর লিখবে। অত:পর একজন একজন করে শিশুকে ডেকে এনে ধারাবাহিকভাবে মৌখিক বিষয় (প্রশ্নপত্রে কোনো মৌখিক যাচাইয়ের কাজ যদি থাকে) যাচাই করবেন। শিক্ষক নির্দিষ্ট সময় শেষে শিশুদের খাতাগুলো সংগ্রহ করবেন ও পরে সুবিধাজনক সময়ে উত্তরপত্র যাচাই করে নম্বর বন্টন করবেন। তবে পরবর্তী মূল্যায়নের পূর্বে অবশ্যই সরবরাহকৃত ছকে নম্বর বন্টনের কাজটি সম্পন্ন করবেন।
- পাঠভিত্তিক মূল্যায়নের সবগুলো কলাম পূরণ হওয়ার পর মোট নম্বর ও শতকরা হার নির্ণয় করবেন।
- অনুপস্থিত শিশুদের ক্ষেত্রে মূল্যায়নের নির্দিষ্ট কলামে 'অ' লিখবেন। কিন্তু শতকরা নির্ণয় করার ক্ষেত্রে সবগুলো কলাম বিবেচনায় রাখতে হবে। যদি কোনো শিশু কোনো নম্বর না পায় তবে মূল্যায়নের নির্দিষ্ট কলামে '০' (শূন্য) বসাবেন।
- একদিনে একাধিক বিষয়ের মূল্যায়ন থাকলে বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করে শুধুমাত্র একটি বিষয়ের মূল্যায়ন করবেন। অপর বিষয়টির পুনরালোচনা করবেন।
- অর্জন উপযোগী যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি এমন শিশুদেরকে বিষয় ভিত্তিক সেশনের সময় কিংবা পাঠ যাচাই-এ এবং বাড়িতে নতুন বিষয়সহ পুরাতন বিষয় চর্চা করতে দেবেন।

শুধুমাত্র পড়া (রিডিং স্কীম) মূল্যায়নের সময় নিম্নলিখিত চিহ্নের সাহায্যে শিশুদের অবস্থান নির্ধারণ করা হবে। যেমন,

△ = মান - ৩ ∠ = মান - ২ / = মান -১

ব্যাখ্যা

- শিশু সম্পূর্ণ কাজটি সঠিকভাবে করতে পারলে অর্জন উপযোগী যোগ্যতার ঘরে △ চিহ্ন দেবেন।
- শিশু কাজটি আংশিক করতে পারলে অর্জন উপযোগী যোগ্যতার ঘরে ∠ চিহ্ন দেবেন।
- শিশু কাজটি করতে না পারলে অর্জন উপযোগী যোগ্যতার ঘরে / চিহ্ন দেবেন।
- অর্জন উপযোগী যোগ্যতা থেকে প্রাপ্ত মানের ভিত্তিতে শতকরা হার নির্ধারণ করবেন।
- অর্জন উপযোগী যোগ্যতা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে নির্দিষ্ট শিশুদের জন্য উপযোগী পদক্ষেপ নেবেন।
- কোনো শিশু নির্দিষ্ট যোগ্যতা অর্জন করতে না পারলে তা মন্তব্যের কলামে সংক্ষেপে লিখে রাখবেন।
- মূল্যায়নের দিন অনুপস্থিত শিশু বা যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি এমন শিশুদেরকে ঐ বিষয়ের সেশনে এবং বাড়িতে নতুন বিষয়সহ পুরাতন বিষয় চর্চা করতে দেবেন।

পড়া (রিডিং স্কীম) মূল্যায়ন

করণীয়

- লেভেল ৪ এর প্রতি ৩টি বই পড়ানোর পর মূল্যায়নের নির্দিষ্ট বই দিয়ে মূল্যায়ন করবেন।
- মূল্যায়নের দিন কোনো শেয়ারড রিডিং ক্লাস হবে না। শেয়ারড ও গাইডেড রিডিং - এর সম্পূর্ণ সময় নিয়ে মূল্যায়ন কার্যক্রম চলবে।
- একদিনে শ্রেণির অর্ধেক (১৫ জন) শিশুর মূল্যায়ন করা হবে। বাকীরা অন্যান্য রিডিং অ্যাকটিভিটি, শব্দের খেলা চর্চা করবে। এক্ষেত্রে মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু করার পূর্বে শিশুদের কাজ বুঝিয়ে দেবেন।
- প্রথমে শিশুদের মূল্যায়ন বইটি দেবেন। শিশুরা বইটির ছবি দেখবে ও পড়বে এবং গল্পটি বোঝার চেষ্টা করবে।
- এরপর শিক্ষক একে একে শিশুদের ডেকে আনবেন ও পড়ার নির্দিষ্ট অর্জন উপযোগী যোগ্যতার আলোকে যাচাই করবেন।
- প্রতিটি অর্জন উপযোগী যোগ্যতার ক্ষেত্রে শিশুর অবস্থান নির্দিষ্ট চিহ্নের মাধ্যমে চিহ্নিত করবেন ।

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

বিষয় :পড়া

লেভেল -৪
৪.১ যুক্তবর্ণ ও ফলাচিহ্নযুক্ত শব্দ পড়তে পারবে।
৪.২ শব্দ (ববশ ও পাঠে ব্যবহৃত) পড়তে পারবে।
৪.৩ প্রমিত উচ্চারণে বইয়ের অধিকাংশ বাক্য পড়তে পারবে।
৪.৪ বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য পড়তে পারবে ও এর ব্যবহার বুঝতে পারবে।
৪.৫ পরবর্তী ঘটনা অনুমান করে বলতে পারবে ও যুক্তি দেখাতে পারবে।
৪.৬ বাক্যের অর্থ বলতে পারবে।
৪.৭ সম্পূর্ণ গল্প নিজের ভাষায় বলতে পারবে।
৪.৮ গল্পের ঘটনা অথবা চরিত্র সম্পর্কে নিজের অনুভূতি ব্যাখ্যা করতে ও যুক্তি দেখাতে পারবে।

মূল্যায়ন বইয়ের পাঠ্যক্রম

লেভেল	যে বইগুলো পড়ানোর পর মূল্যায়ন করা হবে	বইয়ের নাম	ববশ / পাঠে ব্যবহৃত শব্দ	লেখার বিষয়
৪	পিকনিক, পুরস্কার, রংধনু	রিতা ও ব্যাঙ	**ববশ :** জন্য। **পাঠে ব্যবহৃত শব্দ:** রাঁধতে, পোলাও, গন্ধে, ধোঁয়ায়, প্রতিযোগিতা, সূর্যের, প্রতিযোগিতায়, পুরস্কার, পুরস্কারও, রং-পেন্সিল, আকাশ, আকাশী, ভাঙা, ব্যাঙ ।	মজার কোনো ঘটনা নিয়ে গল্প লিখবে। তবে আগের ৩টি বইয়ের আলোকে তাদের জানা ঘটনা বা বিষয় বিবেচনায় রাখা যেতে পারে।
৪	আমাদের উৎসব, আমরাও পারি, মামার বিয়ে	রথমেলা	**ববশ:**খাওয়ালেন, হৈচৈ, দিচ্ছে। **পাঠে ব্যবহৃত শব্দ:** শানারৈয়ের, বন্ধু, শানারৈ, মনিপুরী, উৎসব, রথযাত্রা, বন্ধুদের, নাস্ড়া, গল্প, পূজামণ্ডপে, রঙিন, বন্যায়, ক্ষতি, বন্যার, আশ্রয়, চিৎকার, পক্ষের, দোষ, ছায়ায়, স্যার, সন্ধ্যা।	কোনো উৎসব নিয়ে গল্প লিখবে। তবে আগের ৩টি বইয়ের আলোকে তাদের জানা ঘটনা বা বিষয় বিবেচনায় রাখা যেতে পারে।

বিস্তারিত গল্প

শেয়ারড রিডিং-এ শিশুদের গল্পের বই পড়ে শুনানোর ফাঁকে ফাঁকে শিক্ষক প্রত্যেকটি বইয়ের বিস্তারিত গল্পও বলবেন। এসব গল্প শিশুকে বইটি পড়ার প্রতি আগ্রহী করে তুলবে। প্রতিটি বই পড়ানোর পূর্বে শিক্ষক অবশ্যই গল্পগুলো জেনে নেবেন।

লেভেল- ৪, বই- ৭

পিকনিক

অপুরা সবাই মিলে ঠিক করল পিকনিক করবে। তারা বাড়ির পেছনে জায়গা ঠিক করে। কণা ঠিক করল সে রান্না করবে। অন্যরাও চাইল তারাও কণাকে সাহায্য করবে। বাড়ি থেকে কেউ চাউল আনল, কেউ ডাল আনল, কেউ মরিচ আনল। মা ওদের খিচুড়ি রাঁধতে বললেন। রান্নায় সবাই হাত লাগাল। কেউ কেউ লবন দিল কেউ কেউ মরিচ দিল। মা ওদের রান্না করতে দেখে অবাক হচ্ছিলেন। রান্না শেষ হবার পর সবাই খেতে বসল। কিন্তু বেশী মরিচ দেয়ায় খিচুরি অসম্ভব ঝাল হলো, ওরা খেতে পারল না। কেউ কেউ কান্না জুড়ে দিল। মা ওদের অবস্থা দেখে ওদের জন্য খিচুড়ি নিয়ে এলেন, যা তিনি আগেই রেঁধে রেখেছিলেন। তারপর তারা সেই খিচুড়ি খুব মজা করে খেল।

লেভেল- ৪, বই- ৮

পুরস্কার

আজ অপুদের স্কুলে খেলার প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতায় নানা রকম খেলা হবে। ছোট বড় সবাই খেলা দেখতে এসেছেন। স্কুল ও খেলার মাঠ সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। কণা ও রিতা খেলার জন্য বাড়িতে প্রস্তুতি নিয়েছে। কিন্তু অপু তা করেনি। সে ঘুড়ি উড়িয়ে সময় কাটিয়েছে। খেলা শেষে পুরস্কার দেয়া হলো। কণা ও রিতা কয়েকটি পুরস্কার পেল। কিন্তু অপু কোনো পুরস্কার পেল না। তার মনটা খারাপ হয়ে গেল। মাইকে কণাকে সেরা খেলোয়াড় ঘোষণা করা হলে অপুর মন ভালো হয়ে যায়। দৌড়ে গিয়ে কণার হাত উপরে তুলে ধরে।

লেভেল- ৪, বই- ৯

রংধনু

সকাল থেকে খুব বৃষ্টির কারণে অপু , রিতা ওরা স্কুলে যেতে পারেনি। বিকেলে বৃষ্টি থামার পর মা সবাইকে ডেকে বললেন, আকাশে রংধনু উঠেছে। সবাই দেখে খুব সুন্দর রংধনু। কণা বলে বাতাসে ভেসে থাকা পানির ফোটায় সূর্যের আলো পড়ে রংধনু তৈরি হয়। অপু বলে রংধনুতে সাত রং থাকে। বেগুণী, নীল, আকাশী, সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল। রিতা খাতায় রং-পেন্সিল নিয়ে রংধনু আকার চেষ্টা করে কিন্তু এ সময় রংধনু মিলিয়ে যায়। রিতার মন খারাপ। অপু বাটিতে করে পানিতে মেশানো সাবানের ফেনা আনে। একটি নল ঐ পানিতে ডুবিয়ে ফু দেয়। সাবান মেশানো পানিতে সূর্যের আলো পড়ে রংধনুর মতো দেখায়। রংধনু আঁকার সময় রংয়ের নাম মনে রাখার জন্য কণা রিতাকে একটি শব্দ শিখিয়ে দেয় “বেনীআসহকলা”। সাতটি রংয়ের নামের প্রথম অংশ নিয়ে এ শব্দ। এটা শিখে রিতা আনন্দে দৌড়াতে লাগল।

লেভেল- ৪, বই- ১০

আমাদের উৎসব

কণার বন্ধু শানারৈ। সে কণা ও রিতাকে তাদের রথ উৎসবের দিন বাড়িতে নিয়ে যায়। কণারাও খুব মজা করে। মজার মজার খাবার খায়। তারা সেখানে রথটানা দেখে। তারপর রথমেলায় যায়। সেখানে নানা ধরনের খেলনা পাওয়া যায়। শানারৈ এর মা ওদের খেলনা কিনে দেন। কণা বাড়ি ফিরে তাদের মজার অভিজ্ঞতার কথা সবাইকে বলে। অপু এসব শুনে একটু রাগ হয়। সেও মেলায় গেলে অনেক কিছু কিনতে পারত আর খেতে পারত। কণারা তাদের খেলনা, চুড়ি দাদা-দাদিকে দেখালে অপু আরো রাগ করে। কণা অপুর জন্য একটা বল কিনেছিল। সে যখনই বলটা অপুকে বের করে দেয় তখনই অপু খুব খুশি হয়ে উঠে।

লেভেল- ৪, বই- ১১

আমরাও পারি

আগে একবার বন্যায় অপুদের স্কুলের খুব ক্ষতি হয়। চারপাশের মাটি ধসে যায়। সবাই মিলে স্কুল ঘর ঠিক করে। সেই সাথে ভাঙা কাঠের সাঁকোটিও মেরামত করে। চারপাশে অনেক গাছপালা লাগায়। স্যার বলেছিলেন, গাছপালার শেকড় মাটি ধরে রাখে। এখন স্কুলের চারপাশে অনেক গাছ গাছালি। গাছের নিচে ছেলে মেয়েরা খেলা করে। কেউ কেউ গাছের ছায়ায় বসে বই পড়ে। এবারও বন্যা হয়েছে। বন্যার পানিতে অনেক ঘরবাড়ি ডুবে গেছে। গ্রামের উঁচু ঘরবাড়িতে কেউ কেউ আশ্রয় নিয়েছে। তারা চিন্ড়া করে হয়তো এবারও স্কুলের ক্ষতি হয়েছে। বাবার সাথে নৌকায় তারা স্কুল দেখতে যায়। গিয়ে দেখে স্কুলের কোনো ক্ষতি হয়নি। তবে যাদের বাড়ির ঘর ডুবে গেছে তারা অনেকে স্কুলে আশ্রয় নিয়েছে। অনেকে তাদের জন্য চিড়া, গুড়, খিচুড়ি নিয়ে এসেছে। অপু দেখে তার সাথী মন্টু স্কুলের এক পাশে খালি গায়ে দাড়িয়ে আছে। বন্যায় তার জামা কাপড় ভেসে গেছে। অপু দৌড়ে গিয়ে তার জামা খুলে মন্টুকে পড়িয়ে দেয়। এটা দেখে বাবা খুশি হলেন। তিনি অপু ও মন্টুর মাথায় হাত বুলিয়ে দেন।

লেভেল- ৪, বই- ১২

মামার বিয়ে

অপুর মামার বিয়ে। আত্নীয় স্বজন সবাই এসেছেন। বাড়ি ঘর সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। বাড়ির সামনে গেইট বানানো হয়েছে। সেজে গুজে সবাই কনের বাড়িতে গেল। কনের বাড়িও সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। সেখানেও ছোট গেইট বানানো হয়েছে। কনে পক্ষের ছেলেমেয়েরা গেইট ধরে। বড়রা তাদের বাড়ির ভেতর নিয়ে যান। আনন্দের মধ্য দিয়ে বিয়ের কাজ শেষ হয়। ফেরার সময় হঠাৎ হৈ চৈ শুর“ হল। মামার জুতা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এ বলে ও নিয়েছে, ও বলে সে নিয়েছে। কনে পক্ষ বলে বর পক্ষ সরিয়েছে। বর পক্ষ বলে কনে পক্ষ লুকিয়েছে। বড়রা ঝগড়া থামাতে পারছেন না। হঠাৎ অপু দেখে একটি বিড়াল ঘরের কোনে জুতা নিয়ে খেলছে। সে চিৎকার করে বলে, ঐ তো জুতা। এটা দেখে সবাই হেসে উঠে। অবশেষে সবাই নতুন বউ নিয়ে আনন্দ করে বাড়ি ফেরে।

ব্যান্ডের বই এর তালিকা

বিভিন্ন রঙের ব্যান্ডের বই ছবির পরিমাণ, শব্দ সংখ্যা, বাক্য সংখ্যা, পৃষ্ঠা সংখ্যা ইত্যাদির আলোকে সহজ থেকে কঠিনভাবে ভাগ করা হয়েছে।

হলুদ ব্যান্ড	১. গপ	২. ঝপ
	৩. ছোট মাছ বড় মাছ	৪. চল স্কুলে যাই
	৫. বাদামী ভালুক	৬. ছোট লাল মুরগী
	৭. নকশী কাঁথা	৮. ডিম
	৯. পাখির বন্ধুরা	১০.ছোট নদী
	১১. আকাশ ভেঙ্গে পড়ল	
সবুজ ব্যান্ড	১. মোরগ ও রঙেরা	২.লাল জামা
	৩. কাঁঠাল গাছ ও ছোট ছেলে	৪.আমাদের আঁকা আমাদের লেখা
	৫.পালকীর গান	৬. কাজের লোক

ধ্বনি চর্চা

ভাষার ক্ষুদ্রতম একক হচ্ছে ধ্বনি। অগনিত ধ্বনির ঐক্যবদ্ধ সামগ্রিক রূপ যখন মানুষের কথায় প্রাণ পায় তখনই তা হয়ে উঠে ভাষা। ধ্বনির প্রতীক হলো বর্ণ। বর্ণ এবং এর উচ্চারণের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে ধ্বনি। ধ্বনি উচ্চারণের সঠিক নির্দেশনা শিশুকে সঠিকভাবে পড়তে সহায়তা করে। বাংলা বর্ণমালায় স্বরবর্ণ ১১টি ও ৪০টি ব্যাঞ্জনবর্ণ রয়েছে। শব্দ গঠনের ক্ষেত্রে বর্ণের পাশাপাশি কারচিহ্ন, ফলাচিহ্ন ও যুক্তবর্ণ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এগুলোর সঠিক ধ্বনিরূপ ও লেখ্যরূপ এবং গঠন ও তার বিভাজিতরূপ জানা বা শেখার জন্য অনুশীলন প্রয়োজন। এছাড়াও বর্ণের মাত্রা ও মাত্রাহীনতাও অনেক সময় উচ্চারণে ও অর্থের পার্থক্য সৃষ্টি করে। সঠিকভাবে পঠনে এগুলোও জানা ও চর্চার প্রয়োজন আছে।

ধ্বনি চার্ট

বর্ণ	উচ্চারণ	আকার	-হ্রস্ব ইকার	-দীর্ঘ ঈকার	- হ্রস্ব উকার	-দীর্ঘ ঊকার	একার	ওকার	ঔকার	ঐকার	ঋকার	র-ফলা
ক	ক্	কা	কি	কী	কু	কূ	কে	কো	কৌ	কৈ	কৃ	ক্র
খ	খ্	খা	খি	খী	খু	খূ	খে	খো	খৌ	খৈ	খৃ	খ্র
গ	গ্	গা	গি	গী	গু	গূ	গে	গো	গৌ	গৈ	গৃ	গ্র
ঘ	ঘ্	ঘা	ঘি	ঘী	ঘু	ঘূ	ঘে	ঘো	ঘৌ	ঘৈ	ঘৃ	ঘ্র

ফলা চিহ্ন

ফলা চিহ্ন	বর্ণের সাথে উচ্চারণ
্য(য-ফলা)	▪ শব্দের শুরুতে যে বর্ণের পাশে বসে (আকার থাকলে বা না থাকলে) সেই বর্ণের **এ** উচ্চারণ হয়। যেমন- ব্যাঙ/ব্যথা (উচ্চারণ-বে)। ▪ শব্দের মধ্যে বা শব্দের শেষে যে বর্ণের পাশে বসে তার দ্বিত্ব উচ্চারণ হয় । যেমন- অব্যয়/কাব্য (উচ্চারণ-ব্ব)।
্র (র-ফলা)	▪ যে বর্ণের নিচে বসে সেই বর্ণ সহ **র** উচ্চারণ হয় । যেমন- প্রথম প +র্
্ব (ব-ফলা)	▪ শব্দের শুরুতে যে বর্ণের নিচে বসে সেই বর্ণের উচ্চারণ হয়।যেমন-স্বদেশ/স্বাধীন (উচ্চারণ-স)। ▪ শব্দের মধ্যে বা শব্দের শেষে যে বর্ণের নিচে বসে সেই বর্ণের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয় । যেমন- আশ্বিন/অশ্ব (উচ্চারণ শ্শ) ।
´(রেফ)	▪ যে বর্ণের উপর বসে তার পূর্বে **র** উচ্চারণ হয় । যেমন বর্ণ র্+ণ্

অনুরূপভাবে অন্যান্য ফলা চিহ্ন চর্চা করাবেন এবং পাশাপাশি এগুলো দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ তৈরি করাবেন। এছাড়াও যুক্তবর্ণ দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ চর্চা করাবেন।

শব্দের খেলা

বিভিন্ন গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফলে জানা যায়, ৫ বছরের শিশুদের ধ্বনি সম্পর্কে সচেতনতা তাদের পড়ার দক্ষতা বাড়ায়। বিভিন্ন ছড়া/কবিতা, গল্পবলা, গান, নাটক, খেলাধূলা ইত্যাদি শিশুদের বিভিন্ন বর্ণ, শব্দ এগুলির ধ্বনির সাথে পরিচয় ঘটায়। শিশুদের শব্দ-ভান্ডারের সমৃদ্ধি ঘটে। এছাড়াও বর্ণমালাচার্ট থেকে বর্ণ ধারাবাহিকভাবে চর্চা, ধ্বনি চার্ট থেকে ধ্বনিচর্চা, বিভিন্ন ধরনের লেখা, নিজেদের নাম, জিনিসপত্রের নাম, গল্পের চরিত্রের নাম, ছবির নাম ইত্যাদি যদি শিশু নিয়মিত দেখা ও বলার সুযোগ পায় তা হলে তাদের পড়ায় দক্ষতা বাড়ে। বাংলার পাশাপাশি ইংরেজি বর্ণ বা শব্দ দিয়ে শব্দের খেলা চর্চা করাতে হবে।

করণীয়

- বড় দলে শব্দের খেলা চর্চা করানো হবে।
- খেলায় প্রতিযোগিতা থাকতে হবে।
- 'শব্দের খেলা' তালিকা থেকে শিশুর মান উপযোগী শব্দের খেলা চর্চা করানো হবে।
- ধ্বনি চার্ট থেকে ধ্বনি চর্চা করানো হবে ।
- পাঠ্যক্রম থেকে নতুন শব্দ 'শব্দের খেলায়' চর্চা করবেন।
- খেলার উদ্দেশ্য অর্জনে সচেষ্ট থাকতে হবে।
- খেলার প্রয়োজনীয় উপকরণ নিশ্চিত করতে হবে।

খেলা

জিগসো

উদ্দেশ্য : - বিভিন্ন শব্দ মিলাতে পারবে।
- শব্দ পড়তে পারবে।

উপকরণ : জিগসো কার্ড (প্রতিটি কার্ড দুই, তিন অথবা চার টুকরা করা)।

প্রক্রিয়া:

- শিক্ষক প্রতিটি দলে এক সেট শব্দের জিগসোকার্ড দেবেন ।
- দলে শিশুরা নির্দিষ্ট শব্দকার্ডের টুকরোগুলো একত্র করবে, মিলাবে এবং পড়বে ।
- মিলানো শেষ হলে ঐ টুকরোগুলো অন্য দলকে দেবে এবং অন্য একটি জিগসো মিলাবে।

মেলানো

উদ্দেশ্য : - শব্দ চিনতে পারবে।
- শব্দের আকৃতি সম্পর্কে ধারণা হবে ।

উপকরণ : শব্দকার্ড (একই শব্দের একাধিক কার্ড)।

প্রক্রিয়া:

- শিক্ষক প্রতিটি দলে দুই সেট কার্ড দেবেন।
- একজন শিশু নির্দিষ্ট একটি কার্ড সবার সামনে তুলে ধরবে বাকিরা একই রকম কার্ড খুঁজে বের করবে।
- কার্ডগুলো একত্র করবে এবং মিলাবে ।
- মিলানো শেষ হলে অন্য একটি শিশু আরেকটি কার্ড তুলবে। এভাবে খেলা চলতে থাকবে।

ভুল সংশোধন

উপকরণ : কিছু ভুল বানানযুক্ত কার্ড।

প্রক্রিয়া:

- শিক্ষক কিছু ভুল বানানযুক্ত কার্ড দেবেন।
- শিশুদেরকে ভুল অংশটুকু বের করে সঠিক শব্দটি লিখতে বলবেন।
- সহায়তার জন্য ভুল অংশটুকুর নিচে দাগ টেনে দিতে পারেন।
- প্রয়োজনে শিশুরা নিজেরা একজন আরেকজনকে ভুল সংশোধন করে দেবে।

আমি কাই বা আমার শাগল

ভিন্নতা: সঠিক শব্দের আলাদা আলাদা কার্ড থাকবে। শিশুরা কার্ডগুলো থেকে সঠিক শব্দটি খুঁজে বের করবে এবং ভুল শব্দের উপর বসাবে। যেমন আমার

ছাগল

শব্দ তৈরি

উপকরণ : বর্ণকার্ড

প্রক্রিয়া:

- বর্ণকার্ড টেবিলের মাঝখানে উল্টো করে রাখা হবে।
- একজন শিশু একটি বর্ণ উঠাবে এবং ঐ বর্ণ দিয়ে শব্দ তৈরি করবে এবং লিখতে চেষ্টা করবে।
- লেখা শেষে অন্য আর একটি শিশু পরবর্তী বর্ণকার্ড তুলবে এবং একইভাবে শব্দ লিখবে।
- শিক্ষক শিশুদের খাতায় লেখা শব্দগুলো সঠিক হয়েছে কি না তা দেখবেন।

ভিন্নতা :শিশুরা বিভিন্ন ধরনের ছবির কার্ড নেবে এবং তা দিয়ে শব্দ বানাবে।

গ	প	প
প	গ	গ
প	গ	গ

বর্ণ দিয়ে ছক পূরণ

উপকরণ : বর্ণকার্ড / শব্দকার্ড

প্রক্রিয়া:

- শিক্ষক বোর্ডে ছক আঁকবেন শিশুরা খাতায় তুলবে।
- প্রতি দুজন শিশুর কাছে নির্দিষ্ট একটি করে বর্ণ থাকবে।
- শিশুরা তাদের নির্দিষ্ট বর্ণ দিয়ে চৌকোনা ঘরের ছক পূরণ করবে। যে আগে একই বর্ণ দিয়ে পাশাপাশি তিনটি ঘর পূরণ করতে পারবে সে জয়ী হবে।

ভিন্নতা : শিক্ষক ববশ দিয়েও এ খেলাটি চর্চা করাবেন।

কই	**কই**	**কই**
এল	এল	কই
এল	কই	এল

অক্ষর ভেঙে হাত-তালি

উদ্দেশ্য : শব্দের আকৃতি চিনতে ও ধ্বনি উচ্চারণ করে অক্ষর ভেঙে পড়তে পারবে।

উপকরণ : শব্দকার্ড, ছবিকার্ড।

প্রক্রিয়া:

- শিক্ষক যে কোনো একটি শব্দ (রিতা) বলবেন এবং শব্দ কার্ডটি শিশুদের দেখাবেন।
- শিশুরাও শব্দটি বলবে।
- পরবর্তীতে শিক্ষক ধ্বনি উচ্চারণের মাধ্যমে অক্ষর ভেঙে-ভেঙে পড়বেন এবং হাত-তালি দেবেন।
  যেমন: রি (হাত-তালি) তা (হাত-তালি)।
- শিশুরাও শিক্ষকের সাথে বলবে এবং চর্চা করবে।

- আরো কয়েকটি ২ বা ৩ অক্ষরযুক্ত পরিচিত শব্দ ও তাদের নাম দিয়ে খেলাটি চর্চা করাবেন। যেমন- টেবিল (টে-বিল), পাতা (পা-তা), শাপলা (শাপ-লা), হলুদ (হ-লুদ), ফারজানা (ফার-জা-না) ইত্যাদি।

না বলা অক্ষর

উদ্দেশ্য : ধ্বনি সচেতনতা বাড়বে।
উপকরণ : শব্দকার্ড

প্রক্রিয়া:

- শিক্ষক যে কোনো একটি শব্দ (সাদা) বলবেন।
- তারপর তিনি শব্দটির প্রথম অক্ষর / ধ্বনি 'সা' বলবেন।
- শিশুরা শব্দটির না বলা অক্ষর 'দা' বলবে।
- শিশুরা এভাবে কিছুক্ষণ চর্চা করবে।
- পরবর্তীতে শিক্ষক উল্টোভাবে চর্চা করাবেন। শিক্ষক শব্দটির দ্বিতীয় অক্ষর 'দা' বলবেন এবং শিশুরা প্রথম অক্ষর "সা" বলবে।
- আরো অন্যান্য শব্দ দিয়েও খেলাটি চর্চা করাবেন। যেমন: অপু, কণা, টেবিল, শাপলা, খাতা।

ধ্বনি খেলা

উদ্দেশ্য : - ধ্বনি সচেতনতা বাড়বে।
- শব্দ তৈরি করতে পারবে।

প্রক্রিয়া:

- চলতি সপ্তাহে/ পূর্বে যে বর্ণগুলো ও কারচিহ্ন চর্চা হয়েছে সেগুলো বোর্ডে লিখা হবে (কোনো কোনো গুলো পূর্বেও চর্চা করা হতে পারে)।

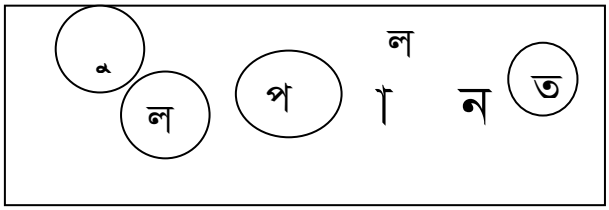

- শিশুদের বোর্ডে লিখা চিহ্নগুলো দিয়ে একটি শব্দ তৈরী করতে বলুন যে শব্দটি চলতি সপ্তাহে চর্চা করা হয়েছে। যেমন- পুতুল
- শিশুদের জোড়ায় জোড়ায় আলোচনা করার সুযোগ দিন ।
- কিছুক্ষণ পর শিশু তার সাথীকে নিয়ে বোর্ডের সামনে আসবে এবং একটি শব্দ তৈরি করতে যে যে ধ্বনি চিহ্ন লাগে সেগুলোর মধ্যে গোলচিহ্ন ( ) ে◌ব।
- কাজটি করার সময় প্রতিটি ধ্বনি উচ্চারণ করতে বলবেন এবং ধ্বনিগুলো মিলিয়ে সম্পূর্ণ শব্দ তৈরি করে বোর্ডে লিখতে বলবেন।
- শিশুদের কাজ ভুল বা সঠিক হলেও অন্যান্যদের মতামত জেনে নিন।
- যদি কোনো শিশু একমত না হয় তবে তাকেও কাজটি করতে দিন। এমনকি সে ভুল করলেও তাকে চেষ্টা করতে দিন।

কোনটি আলাদা

উদ্দেশ্য : ধ্বনি সচেতনতা বাড়বে।

উপকরণ : পাতা, পতাকা, পাথর, বই, বল ইত্যাদি বা ছবিকার্ড।

প্রক্রিয়া:

- শিক্ষক কিছু ছবি অথবা বাস্ড়ব উপকরণ শিশুদের দেখাবেন। (যেমন : পাতা, পতাকা, পাথর)
- শিশুদের আরো একটি বাস্ড়ব উপকরণ / ছবি দেখাবেন যার প্রথম বর্ণটি 'প' দিয়ে শুর" না হয়ে অন্য কোনো বর্ণ দিয়ে শুর" হয়েছে। যেমন: বই, বল ইত্যাদি।
- প্রত্যেকটি ছবি/ উপকরণ আলাদা আলাদাভাবে শিশুদের দেখাবেন এবং নাম বলবেন। শিশুরাও বলবে।
- শিক্ষক প্রথমে একই ধ্বনি আছে এমন তিনটি শব্দ উচ্চারণ করবেন। যেমন পাতা, পতাকা, পাথর এবং পরে ভিন্ন ধ্বনির শব্দ উচ্চারণ করবেন যেমন বই, বল, বালিশ।
- চারজন শিশুকে ৪টি ছবি/ উপকরণ দেবেন। শিশুরা এগুলো নিয়ে সামনে আসবে এবং ধরে দাঁড়াবে।
- শিক্ষক প্রত্যেকটি শিশুর দিকে আঙুল নির্দেশ করবেন, ক্লাসের অন্যান্য শিশুরা উপকরণের / ছবির নামটি বলবে। (প্রয়োজনে শিক্ষক সহায়তা করবেন।)
- অপর একজন শিশু সামনে আসবে এবং যে উপকরণটির নাম ভিন্ন ধ্বনির / বর্ণ দিয়ে শুর" সেটি চিহ্নিত করবে। এরপর আরো একজন শিশু আসবে এবং একইভাবে চিহ্নিত করবে।
- শিশুদের চিহ্নিতকরণ শুদ্ধ/ভুল হতে পারে। ক্লাসের অন্যান্য শিশুদের উপকরণটির নাম বলতে উৎসাহিত করবেন এবং সঠিক নামটি খুঁজে বের করতে বলবেন। পারলে প্রশংসা করবেন, না পারলে আবারও চেষ্টা করতে বলবেন।

অদল -বদল

উদ্দেশ্য : ধ্বনি, শব্দ চিনতে, বলতে ও পড়তে পারবে।

উপকরণ : বাস্ড়ব উপকরণ (যেমন: আম, আতা, আপেল, কলম, বই, পেন্সিল, খাতা ইত্যাদি) / ছবিকার্ড।

প্রক্রিয়া:

- শিশুরা গোল হয়ে বসবে।
- শিক্ষক প্রত্যেকটি শিশুকে একটি করে পরিচিত বস্তু বা ছবি দেবেন।
- শিক্ষক যে কোনো বস্তু বা ছবির নামের প্রথম ধ্বনি (আ) বলবেন।
- পরে শিক্ষক জোরে বলবেন **অদল -বদল।**
- যে সব শিশুর কাছে (আ) ধ্বনি যুক্ত বস্তু/ছবি রয়েছে তারা উঠে দাঁড়াবে এবং জায়গা পরিবর্তন করবে। (একজন অপরজনের জায়গায় আসবে)।
- সব শিশু একত্রে ধ্বনিটি উচ্চারণ করবে।

ভিন্নতা:

- ধ্বনি বলার পরিবর্তে একটি কাগজে কয়েকটি বর্ণ লিখে তা শিশুদের দেখাতে পারেন।
- আঙুল দিয়ে বাতাসে বর্ণটি লিখে দেখাতে পারেন।
- দুটো একই ধ্বনির শব্দ বা বর্ণ বলেও খেলাটি আরো আনন্দময় করা যেতে পারে।

লুকানো শব্দ

উদ্দেশ্য : -পড়ার দক্ষতা বাড়বে।
-স্মরণ শক্তি বাড়বে।

উপকরণ : -বাক্যের শব্দকার্ড বা শুধু শব্দকার্ড।
-কার্ডগুলো ঢাকার জন্য বড় একটি সাদা কাগজ।

প্রক্রিয়া:

- কার্ডগুলো টেবিলের উপর রাখা হবে।
- শিশুরা এক নজর শব্দগুলো দেখবে।

- তারপর শব্দগুলো একটি কাগজ দিয়ে ঢেকে রাখা হবে।
- একজন শিশু একটি শব্দ তুলবে এবং লুকাবে।
- এবার কাগজটি তুলে শব্দগুলো পুনরায় শিশুদের দেখানো হবে।
- যে শব্দটি নেই বাকি শিশুরা সেই শব্দটি তাদের খাতায় লিখবে ।
- এবার লুকানো শব্দটি দেখানো হবে।
- যে সকল শিশুরা শব্দটি সঠিকভাবে লিখেছে তারা প্রত্যেকেই এক নম্বর করে পাবে।

ভিন্নতা: বাক্যের শব্দ বাড়িয়ে বা কমিয়ে খেলাটিকে চর্চা করা যেতে পারে।

লুকানো বর্ণ

উদ্দেশ্য : পড়ার দক্ষতা বাড়বে।
উপকরণ : শব্দকার্ড ও বর্ণকার্ড।

প্রক্রিয়া:

- এক বা একাধিক অসম্পূর্ণ শব্দকার্ড শিশুদের দেখানো হবে ।
  যেমন

খা---	--ড়ি

- শিশুরা বাদ পড়া বর্ণটি নিজেদের জানা থেকে অথবা বর্ণকার্ড থেকে দ্রুত পূরণ করবে। যেমন - খাই, পড়ি ইত্যাদি ।

ভুল ধরতে পারা

উদ্দেশ্য : ধ্বনি,শব্দের আকৃতি, বাক্যের অর্থ বুঝতে ও পড়তে পারবে।

প্রক্রিয়া:

- শিক্ষক কিছু ভুল বানানযুক্ত বাক্য বোর্ডে লিখবেন। যেমন-
  দাদু আপেল কান।
  বাব বাজারে যান।
  রিতা ফুকুরে খান।
- তারপর ছোট ছোট দল সিদ্ধান্ড় নেবে এই বাক্যগুলোর মধ্যে কী ভুল রয়েছে।
- বোর্ডে এসে দলের পক্ষে কাউকে ভুল সংশোধন করতে বলবেন।
- খেলাটি সহজ করে খেলার জন্য ভুল শব্দগুলোর নিচে দাগ দিতে পারেন। আবার খেলাটি কঠিন করার জন্য দাগ নাও দিতে পারেন।

বিঙ্গো গেইম

উদ্দেশ্য : পড়ার দক্ষতা বাড়বে।

উপকরণ: বড় বোর্ড, শব্দকার্ড (৬টি শব্দ দিয়ে ১০ সেট)

বাবা	মা	দাদা
দাদি	রিতা	পুকুর

প্রক্রিয়া:

- প্রত্যেকের কাছে একটি ছক আঁকা বোর্ড এবং ছকের মধ্যে শব্দ লেখা থাকবে।
- ছকের মধ্যে যে শব্দগুলো থাকবে সেই শব্দগুলোর আলাদা শব্দকার্ড থাকবে।
- এবার সেই শব্দগুলো শিশুদের মধ্যে ভাগ করে দেবেন। এরপর বলবেন, যে এই কার্ডগুলো তাড়াতাড়ি মেলাতে পারবে সে জয়ী হবে।

ভিন্নতা:

প্রক্রিয়া:

- নিচের ছকের মতো একটি ছক আঁকা বোর্ড ছোট দলে দেবেন।

1	বাবা	পুকুরে	যান
2	বাবা	মসজিদে	যান
3	বাবা	বাজারে	যান
4	এইতো	বাবা	

- বাক্যে যতগুলো শব্দ থাকবে ততগুলো শব্দের আলাদা শব্দকার্ড থাকবে।
- প্রত্যেক শিশুকে ৩টি করে ভিন্ন ভিন্ন শব্দকার্ড দেবেন।
- শিশুরা প্রতিটি বাক্য শব্দকার্ড দিয়ে দলীয়ভাবে মেলাবে।
- প্রথম শব্দটি যার হাতে আছে সে কার্ডটি ঐ শব্দটির উপর রাখবে। এরপর পরের শব্দটি যার কাছে আছে সে সেই শব্দকার্ডটি ঐ শব্দের উপর রাখবে।
- যার হাতের কার্ড আগে শেষ হয়ে যাবে সে জয়ী হবে।

শব্দের সাথে ধ্বনি মেলানো

উদ্দেশ্য : ধ্বনি সম্পর্কে জানবে, বলতে ও পড়তে পারবে।

প্রক্রিয়া:

- শিক্ষক নিচের নমুনা অনুযায়ী শিশুদেরকে একটি কার্ড দেবেন অথবা শিশুদেরকে দিয়ে অনুরূপ কার্ড তৈরি করাতে পারেন।

ব	পা	চ	ধ	ট	ছ	আ	ই	ক

- শিক্ষক একটি শব্দ বলবেন এবং শিশুদেরকে ঐ শব্দের প্রথম ধ্বনি কার্ডে আঙুল নির্দেশ করতে বলবেন।
- শিক্ষক বোর্ডে লিখেও খেলাটি খেলাতে পারেন। যেমন-

?	ল	ল

- এরপর শিশুদেরকে বলবেন যে, এখানে কোন বর্ণটি প্রয়োজন।

বাক্য সম্পূর্ণ করা

উদ্দেশ্য : অর্থপূর্ণ বাক্য তৈরি করতে পারবে।
উপকরণ : ক্রিয়াবাচক শব্দকার্ড।

প্রক্রিয়া :

- শিশুদের ৪/৫ টি দলে ভাগ করবেন।
- প্রত্যেক দলকে ৩/৪ টি ক্রিয়াবাচক শব্দকার্ড দেবেন।
- এরপর শিক্ষক একটি অসম্পূর্ণ বাক্য বোর্ডে লিখবেন বা মুখে বলবেন। যেমন, দাদু আপেল.....।
- এবার শিশুদেরকে কয়েকটি ক্রিয়াবাচক শব্দকার্ড দেখাবেন ও অর্থপূর্ণ বাক্য তৈরি করতে বলবেন।
- শিশুরা শিক্ষককে নির্দিষ্ট শব্দকার্ডটি দেখাবে। যেমন- "কিনেন"।
- কোনো শিশু " যান" শব্দটি দেখাতে পারে কিন্তু এটি যে অর্থপূর্ণ বাক্য তৈরি করে না তা শিশুকে বুঝাতে হবে।
- শিশুদের উত্তর সঠিক হলে প্রশংসা করবেন। না পারলে সঠিক শব্দটি বলে দেবেন।

নতুন শব্দ তৈরি

উদ্দেশ্য : একই ধ্বনির নতুন শব্দ তৈরি করতে পারবে এবং উচ্চারণ সম্পর্কে দক্ষতা বাড়বে।
উপকরণ : শব্দকার্ড, ছবিকার্ড।

প্রক্রিয়া :

- বোর্ডে একটি পরিচিত বর্ণ (চর্চা করানো হয়েছে এমন) লিখবেন। যেমন "ব"
- শিক্ষক "ব" দিয়ে শুর" এ ধরনের কয়েকটি শব্দ অথবা ছবিকার্ড দেখাবেন এবং শিশুদের শব্দটি বলতে বলবেন। (যেমন: বই, বল, বাবা , বাতাস)
- শিশুদের বলবেন, "বোর্ডে লেখা নামগুলোর প্রথম বর্ণটি যদি পরিবর্তন করে বস্ড়গুলোর নামের প্রথম বর্ণ "প" ও "চ" লেখা হয় তবে শব্দগুলো কী হবে তা বল। (যেমন : পই, পল, পাবা, পাতাস অথবা চই, চল, চাবা, চাতাস)
- এভাবে প্রথম বর্ণটি পরিবর্তন করে আরো কয়েকটি মজাদার শব্দ তৈরি করেও খেলাটি চর্চা করানো যেতে পারে।

সৃজনশীল কাজ

বিনোদনের সময় অথবা বড় দলে শিক্ষক শিশুদের শ্রেণিকক্ষের ভিতরে কিংবা বাহিরে সৃজনশীল কাজ করাবেন। যেমন- ফিশিং গেইম, বর্ণের চাকতি (ইংরেজি শব্দের তালিকা) এবং বিভিন্ন ধরনের খেলা ইত্যাদি।

আকৃতির খেলা

উদ্দেশ্য: - তিনটি আকৃতি চিনতে ও নাম বলতে পারবে।

উপকরণ: - একটি বোর্ড (ত্রিভুজ, চতর্ভুজ ও বৃত্ত আঁকা)।
- বোতাম ৪ রঙের ৪টি
- আকৃতি আঁকা ছক্কা ১টি (ত্রিভুজ, চতর্ভুজ ও বৃত্ত আঁকা)।

প্রক্রিয়া:

- প্রত্যেক শিশুর কাছে একটি করে বোতাম থাকবে। যে কোনো একজন ছক্কা মারবে।
- ছক্কায় বর্গ আকৃতি উঠলে শিশুটি তার বোতাম লাল রঙের বর্গ আকৃতি ঘরে বসাবে।
- বর্গ না উঠলে বোতাম বোর্ডে উঠবে না। পরের শিশুটি ছক্কা মারার সুযোগ পাবে।
- ছক্কায় বর্গ উঠার পর খেলা শুর" হবে। শিশুরা একে একে ছক্কা মারবে। ছক্কায় যার যে আকৃতি উঠবে প্রথমে আকৃতির নাম বলবে। এরপর সে ঘরে বোতাম বসাবে। আকৃতির নাম বলতে না পারলে বোতাম সরাতে পারবে না; বোতাম যে ঘরে ছিল সে ঘরে থাকবে।
- যে শিশু সবার আগে শেষ ঘরে পৌঁছাবে সে প্রথম হবে।

ভাওয়েল রেইস

উদ্দেশ্য: - ইংরেজি বর্ণমালার ভাওয়েল চিনে বলতে পারবে।

উপকরণ: - ১টি বোর্ড
- ২ রঙের ২টি বোতাম
- ১টি ছক্কা (a, e, i, o, u আঁকা)

প্রক্রিয়া:

- দুজন শিশু একসাথে খেলা শুর" করবে। প্রত্যেক শিশুর কাছে একটি করে বোতাম থাকবে। যে কোনো একজন শিশু ছক্কা মারবে।
- ছক্কায় 'a' উঠলে খেলা শুর" হবে। শিশু বোতামটি 'start' লেখা 'a' ঘরে বসাবে।
- ছক্কায় 'a' না উঠলে বোর্ডে বোতাম উঠবে না। পরের শিশু ছক্কা মারার সুযোগ পাবে।
- 'a' উঠার পর খেলা শুর" হবে। ছক্কায় যে বর্ণ উঠবে প্রথমে তার নাম বলবে। এরপর সে ঘরে বোতাম বসাবে। বর্ণের নাম বলতে না পারলে বোতাম সরাবে না।
- যে শিশু আগে শেষ ঘরে পৌঁছাবে, সে প্রথম হবে।

ফিশিং গেইম

উদ্দেশ্য: - ইংরেজি বর্ণমালা চিনতে পারবে।
- ইংরেজি সংখ্যা চিনতে পারবে।

উপকরণ: মাছ ও বড়শি।

প্রক্রিয়া:

- একটি পরিস্কার জায়গায় একটি গোল দাগ দিয়ে তার ভিতর মাছগুলো রাখতে হবে।
- প্রতিটি মাছের এক পিঠে একটি ইংরেজি বর্ণ এবং অপর পিঠে ইংরেজি সংখ্যা আছে।
- প্রথমে শিশুরা ইচ্ছে মতো মাছ ধরবে। যেমন; একজন শুধু লাল রঙের মাছগুলো ধরতে পারে, অন্যজন হলুদ বা নীল রঙের মাছগুলো ধরতে পারে।
- এরপর মাছের পিঠে লেখা ইংরেজি বর্ণ দিয়ে শিশুরা খেলবে। যখন বর্ণ নিয়ে খেলবে তখন মাছগুলো এমনভাবে

সাজিয়ে নেবে যেন মাছের পিঠে শুধু বর্ণগুলো দেখা যায়।

- আবার বর্ণ নিয়ে খেলার সময় একজন শিশুকে অন্যান্য শিশুরা যে যে বর্ণগুলো (a, c, e, p ইত্যাদি) তুলতে বলবে সেই শিশু যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মাছগুলো খুঁজে বড়শি দিয়ে তুলতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে যতটি মাছ ধরতে পারবে সে তত নম্বর পাবে।
- একইভাবে শিশুরা সংখ্যা নিয়ে খেলার সময় মাছগুলোর পিঠে শুধু সংখ্যা দেখা যাবে। শিশুরা একই নিয়মে সংখ্যা দিয়ে খেলাটি খেলবে।

বর্ণের চাকতি (ইংরেজি শব্দের তালিকা)

উদ্দেশ্য: ইংরেজি বর্ণমালা চিনতে এবং শব্দ গঠন করে পড়তে পারবে।

উপকরণ: বর্ণের চাক্তি, শব্দের বই/ এনসিটিবি- এর ইংরেজি বই।

প্রক্রিয়া:

- বর্ণের চাকতিটি দিয়ে শিশুরা শব্দ তৈরির খেলা খেলবে।
- একজন শিশু বই দেখে অপরজনকে যে কোনো একটি শব্দ (যেমন-bat) বানাতে বলবে এবং সময় বেঁধে দেবে। ঐ শিশুটি তখন চাক্তির ঐ বর্ণগুলো (b, a, t) ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একই সারিতে নিয়ে আসবে এবং শব্দটি মুখে বলবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শব্দটি তৈরি করতে পারলে শিশুটি ১ নম্বর পাবে। এরপর সে বই দেখে তার পাশের শিশুটিকে নতুন একটি শব্দ তৈরি করতে বলবে। শিশুটি একই নিয়মে শব্দটি তৈরি করে মুখে বলবে। এভাবে খেলাটি চলতে থাকবে।

ফ্রিজবি খেলা

উদ্দেশ্য:শারীরিক বিকাশের ফলে পেশী শক্তি বৃদ্ধি পাবে এবং জড়তা মোচন হবে।

উপকরণ : ফ্রিজবি

প্রক্রিয়া :

শিশুরা শ্রেণির বাইরে গিয়ে গোল হয়ে দাঁড়াবে। একজন শিশু অন্য যে কোনো আরেকজন শিশুর দিকে ফ্রিজবি ছুঁড়ে দেবে। যার দিকে ফ্রিজবি ছোঁড়া হয়েছে সে ধরতে পারলে ১ নম্বর করে পাবে। না ধরতে পারলে কোনো নম্বর পাবে না। এভাবে পর্যায়ক্রমে সবাই এই খেলায় অংশগ্রহণ করবে।

ছবির ধাঁধা

উদ্দেশ্য - চিন্ড়া শক্তির বিকাশ হবে।

- বিভিন্ন ছবি / বর্ণ ইত্যাদি চিনতে ও নাম বলতে পারবে।

উপকরণ : পাজলকার্ড (শব্দ / ছবির)

প্রক্রিয়া :

৫ জন করে ২ দলে ভাগ হয়ে শিশুরা এই খেলাটি চর্চা করতে পারে। কার্ডটি জিগজ্যাগ আকারে কাটা থাকবে। শিশুরা দলীয়ভাবে পাজলকার্ডগুলি মিলিয়ে ছবি তৈরি করবে।

শিশুর লেভেল অনুযায়ী কার্ডের একদিকে শব্দ ও অন্যদিকে ছবি দিয়ে অনুরূপভাবে চর্চা করাতে পারেন।

বোর্ডের ছবি/শব্দ মিলানো

উদ্দেশ্য: বিভিন্ন ছবি/শব্দ চিনতে ও বলতে পারবে।

উপকরণ : হার্ডবোর্ড, ছবিরকার্ড (ছোট/বড় ছবির কার্ড, ১টি/অনেক), শব্দকার্ড, স্কচটেপ, দড়ি (ছবির সাথে ছবি বা ছবির সাথে বর্ণ মিলানোর জন্য)।

প্রক্রিয়া:

শিশুরা ৫জন করে ২ দলে ভাগ হয়ে ১০ জন শিশু দুইটি বোর্ডে ছবির সাথে শব্দ বা বর্ণের সাথে শব্দ দড়ি দিয়ে মিলাবে।

বোর্ডের এক দিকে ছবির কার্ড স্কচটেপ দিয়ে লাগাবেন। শিশুরা দড়ি দিয়ে একপাশের ছবির সাথে অন্যপাশের শব্দ মিলাবে। যেমন- এক দিকের আমের ছবির সাথে অন্যপাশে যেখানে 'আম' শব্দটি লেখা আছে সেখানে দড়ি দিয়ে ছবির সাথে শব্দ মিলাবে।

নিশানা চর্চা

উদ্দেশ্য : -পেশী সঞ্চালন বৃদ্ধি পাবে।

উপকরণ : - দড়ি (সুতলী) চাকতি বানানোর জন্য।
- ঘরের কাগজ (পুরাতন)।
- পণ্ডাস্টিকের বোতল।

প্রক্রিয়া :

শ্রেণিকক্ষের এক পাশে অথবা বারান্দায় এক দিকে পানি ভরা পণ্ডাষ্টিকের বোতল রেখে একটু দূরে সীমানা নির্ধারণ করবেন। সীমানার এক পাশ থেকে শিশুরা ঐ বস্তুকে লক্ষ্য করে চাকতি ছুঁড়ে মারবে। যে যত বার লক্ষ্য বস্তুতে চাকতি লাগাতে পারবে, তার তত পয়েন্ট বাড়বে। এছাড়া মেঝেতে চক দিয়ে গোল দাগ টেনে তা লক্ষ্য হিসাবে চিহ্নিত করেও এই খেলা চর্চা করতে পারবে।

সঠিক স্থানে ছুঁড়ে মারি

উদ্দেশ্য : ছবি/শব্দ/বর্ণ ইত্যাদি চিনতে ও বলতে পারবে।

উপকরণ : - ছোট ছোট নুড়ি পাথর (ছোট বালিশের মধ্যে দেয়ার জন্য)।
- সুতির কাপড়- ১২ গিরা (ছোট বালিশ তেরির জন্য), সুই ও সুতা, ছবিকার্ড/ বর্ণকার্ড/ সংখ্যাকার্ড।

প্রক্রিয়া :

বারান্দায় অথবা মাঠে ছবিরকার্ডগুলি বিছিয়ে রেখে একটু দূরে সীমানা নির্ধারণ করবেন। সীমানার একপাশ থেকে একজন শিশু নির্দিষ্ট কার্ডে ছোট বালিশ ছুঁড়বে। ঐ শিশু কোন কার্ডে বালিশ ছুঁড়বে তা অন্য শিশুরা নির্দিষ্ট করে দেবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে সবাই খেলাটি খেলবে।

শিশুদের লেভেল অনুযায়ী ছবিরকার্ড/ বর্ণকার্ড/ সংখ্যাকার্ড/ শব্দকার্ড তৈরি করে খেলাটি চর্চা করাতে পারেন।

চিন্ড়া করে লাফ দেই

উদ্দেশ্য : -চিন্ড়া শক্তির বিকাশ হবে।
-ছবি/সংখ্যা/বর্ণের নাম চিনতে ও বলতে পারবে।

উপকরণ : ছবির কার্ড (বিভিন্ন আকৃতি/ছোট বড় বিভিন্ন কার্ড), বর্ণকার্ড, সংখ্যাকার্ড।

প্রক্রিয়া :

শ্রেণিকক্ষের এক পাশে অথবা বারান্দায় ২ সারিতে কার্ডগুলি বিছানো হবে। সংখ্যা বা ছোট বড় ছবির কার্ডগুলি পাশাপাশি বা পরপর না সাজিয়ে এলোমেলোভাবে ২ সারিতে সাজিয়ে দেবেন।

শিশুরা নির্দিষ্ট করে ১টি ছবির কার্ডের নাম বলবে এবং ১জন শিশু প্রতিটি কার্ডে লাফ দিয়ে দিয়ে ঐ নির্দিষ্ট কার্ডে

যাবে। এরপর শিশুরা অন্য কার্ডগুলি নির্দিষ্ট করে ঐ শিশুকে বলবে এবং ঐ শিশু ঐ নির্দিষ্ট কার্ডগুলিতে লাফিয়ে যাবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে প্রতিটি শিশু ৩/৪ বার অনুরূপভাবে খেলাটি চর্চা করবে।

শিশুর লেভেল অনুযায়ী সংখ্যাকার্ড, বর্ণকার্ড (বাংলা ও ইংরেজি), শব্দকার্ড জোড়-বিজোড় সংখ্যাকার্ড দিয়ে শিশুদের চর্চা করাতে পারেন।

ভিন্নতা: শিক্ষক ২/৩ ধরনের কার্ড দিয়ে ২ দলে শিশুদের ভাগ করে দিয়ে এই খেলা চর্চা করাতে পারেন।

মানসাঙ্ক

বাংলা এবং ইংরেজি সংখ্যা

উদ্দেশ্য: মনে রাখার দক্ষতা বাড়বে বা স্মৃতি শক্তি বাড়বে।

প্রক্রিয়া:

শিক্ষক বলবেন যে, আজ আমরা বাংলা এবং ইংরেজি সংখ্যা দিয়ে একটি খেলা খেলব। ১-১০ পর্যন্ড় সংখ্যা দিয়ে খেলাটি খেলতে হবে। যখন কোনো একজন ১ বলবে, পরের জন ইংরেজি সংখ্যা 2 বলবে। এর পরের জন ৩ বলবে। যে শিশুটি ১০ বা 10 বলবে, পরের জন 1 বা ১ বলবে। যে শিশু কোনো সংখ্যা বলতে ভুল করবে সে দল থেকে আউট হয়ে যাবে। যেমন- কোনো শিশু যদি বাংলা সংখ্যা বলার কথা কিন্তু সে ইংরেজি সংখ্যা বলে তাহলে আউট হবে। আবার যদি কোনো শিশু ইংরেজি সংখ্যার বদলে বাংলা সংখ্যা বলে তাহলে সে দল থেকে আউট হবে। সব শেষে যে টিকে থাকবে সে জয়ী হবে।

সেভেন আপ

উদ্দেশ্য: - সতর্ক হওয়ার দক্ষতা বাড়বে।

: - মনোযোগ সহকারে সংখ্যা শুনবে ও বলবে।

প্রক্রিয়া:

শিক্ষক শিশুদেরকে গোল করে দাঁড় করাবেন। শিশুদেরকে বলবেন যে, আজ আমরা একটি খেলা খেলব, খেলাটির নাম হচ্ছে সেভেন আপ। শিশুরা ১-৭ পর্যন্ড় সংখ্যা গুণবে। প্রথম শিশু বুকের মধ্যে ডান বা বাম হাত রেখে ১ বলবে। যদি শিশু ডান হাত রেখে ১ বলে তাহলে ঐ শিশুর বাম পাশের শিশু ২ বলবে। আর যদি বাম হাত রেখে ১ বলে তাহলে ঐ শিশুর ডান পাশের শিশু ২ বলবে। যদি পাশের শিশু সংখ্যা বলতে ব্যর্থ হয় তাহলে সে দল থেকে আউট হয়ে যাবে। অনুর"পভাবে ৭ পর্যন্ড় শিশুরা বলে যাবে। যে শিশু ৭ বলবে সে মাথায় এক হাত এবং বুকে এক হাত রাখবে। বুকের মধ্যে যে হাত রাখবে ঐ হাতের আঙুল যেদিকে নির্দেশ করবে সেই শিশু ১ বলবে। এভাবে খেলাটি চলতে থাকবে।

টিপটপ

উদ্দেশ্য : সতর্ক হওয়ার দক্ষতা বাড়বে।

: মনোযোগ সহকারে সংখ্যা শুনবে ও বলবে।

প্রক্রিয়া:

শিক্ষক শিশুদের গোল করে দাঁড় করাবেন। প্রত্যেক শিশুকে দুই হাত মেলে ধরতে বলবেন এবং প্রত্যেকের ডান হাত অপর জনের বাম হাতের উপর রাখবে। প্রথম শিশু ১ বলবে, দ্বিতীয় শিশু ২ বলবে। এভাবে প্রত্যেক শিশু পরবর্তী সংখ্যা বলে যাবে। যে শিশু ১০ বলবে সে শিশুটি ডান হাত দিয়ে অপর শিশুর বাম হাতে আঘাত করবে। যদি সে আঘাত করতে পারে তাহলে সে দলে থাকবে আর যাকে আঘাত করেছে সে দল থেকে আউট হয়ে যাবে। আর আঘাত করতে না পারলে সে দল থেকে আউট হয়ে যাবে। এভাবে খেলাটি চলতে থাকবে।

মাথায় হাত রাখা

উদ্দেশ্য : - সংখ্যার অনুক্রম বলতে পারবে।

- মনোযোগ সহকারে সংখ্যা শুনবে ও বলবে।

প্রক্রিয়াঃ

শিশুদেরকে ধারাবাহিকভাবে ৫, ১০, ১৫, ২০.....৫০ পর্যন্ড় গুণতে বলবেন। যে শিশুর ১০ বা ২০ বা ৩০ সংখ্যা বলতে হবে সে মুখে না বলে মাথায় দুই হাত রাখবে। এর পরের শিশু আবার ৫ থেকে শুর— করবে। যে শিশু ভুল করে মাথায় হাত রাখবে বা রাখবে না সে বাদ পড়বে।

জোর- বিজোড়

উদ্দেশ্য : - জোর- বিজোড় সংখ্যা বলতে পারবে।

- মনোযোগ সহকারে সংখ্যা শুনবে ও বলবে।

প্রক্রিয়াঃ

শিক্ষক শিশুদের গোল করে দাঁড় করাবেন। প্রথম শিশু ১টি জোর সংখ্যা বলবে, দ্বিতীয় শিশু ১টি বিজোড় সংখ্যা বলবে। যে শিশু ভুল করে জোর বা বিজোড় সংখ্যা বলবে সে বাদ পড়বে । এভাবে খেলাটি চলতে থাকবে।

গল্প বলা

শোনা ও বলা পরস্পর নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। একজন বললে অন্যজন তা শুনে বুঝে থাকে। শিশুমন গল্প শুনতে ভালোবাসে। মা, দাদা-দাদি, নানা-নানিদের বলা মজার মজার গল্প শুনে শিশুমন আজও আনন্দ পায়। এসব গল্পের মধ্যে বাস্ড়ব অভিজ্ঞতালব্ধ গল্প থেকে শুরু করে কল্প কাহিনীমূলক গল্প রয়েছে। গল্প বলার ঢং সাধারণ কথা বলার মতো নয়। এ সময় স্বরভঙ্গি বা বক্তব্যের ওঠানামা করতে হয়। গল্পকে মজাদার করার জন্য প্রয়োজনে অঙ্গভঙ্গি ব্যবহার করলে শিশুরা শুনে আগ্রহ পায় এবং তাদের মনে অনুরাগের সৃষ্টি হয় ।

গল্প বলা চলিত রীতিতে শুদ্ধ ও স্পষ্ট উচচারণে উপস্থাপন করা ভালো। শিশুর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের মাধ্যমে পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের সুযোগ থাকে। গল্প সহজ সাবলীলভাবে উপস্থাপন করলে শিশু মন সহজেই উপভোগ করতে পারে ও বিষয়বস্তুর সাথে শিশুর মনোসংযোগ ঘটে। শ্রেণিকক্ষে গল্প বলা বড়দলে হবে।

করণীয়

- গল্পের নাম বলা ও গল্পের নাম থেকে গল্প সম্পর্কে শিশুর ধারণা নেয়া।
- গল্পের বিভিন্ন চরিত্র উপস্থাপনের সময় প্রয়োজনে তাদের চারিত্রিক অভিব্যক্তি প্রকাশ করা। যেমন-গল্পে যদি বিড়াল ডেকে থাকে তবে বিড়ালের মতো স্বর (মিউ-মিউ) করে ডাকলে শিশুরা আনন্দ পায়।
- গল্পের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।
- গল্পের একটি সুন্দর পরিসমাপ্তি থাকা।
- কোনো নীতিবাক্য বা উপদেশ থাকলে তা বলা।
- অজানা বা কঠিন শব্দের শিশু উপযোগী ব্যাখ্যা করা। যেমন, শিশুরা হয়তো বাঘ দেখেনি। এ ক্ষেত্রে বাঘের ছবি দেখিয়ে অথবা বাঘের সাথে মিল আছে এমন বস্তুর (বিড়ালের) উদাহরণ দেয়া।
- গল্প বলা শেষ হলে গল্পটি কেমন লেগেছে তা জানা। যেমন ঘটনা (কী, কোথায়), চরিত্র (কে, কেমন), কারণ (কী, কখন) ইত্যাদি সংক্ষেপে জানতে চাওয়া যাতে শিশুদের বোধগম্যতা নিশ্চিত হয়।
- গল্পে বা ঘটনায় আবহ সৃষ্টি করা। যেমন- আনন্দদায়ক কোনো মুহূর্ত হলে শিক্ষক যে রকম উচ্ছাস প্রকাশ করবেন, তেমনি ভয়ের ক্ষেত্রে চোখমুখে তেমন ভাব প্রকাশ করবেন।

ব্রেইন জীম

(১) এদিক ওদিক

মস্তিষ্কের বাম থেকে ডানে ও ডান থেকে বামে তথ্য প্রবাহের মাধ্যমে উভয় অংশের সমন্বয় সাধন করে এ ব্যায়াম। বানান, লেখা, শোনা, বলা, পড়া এবং বিষয়বস্তু বোঝার জন্য এই ব্যায়ামটি কার্যকর। এটি শরীরের বাম ও ডানের সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন করে।

দাঁড়ানো অবস্থায় বাম হাঁটুতে ডান হাত এবং ডান হাঁটুতে বাম হাত দিয়ে ক্রমান্বয়ে স্পর্শ করতে হবে। এভাবে ১৫-২০ বার করতে হবে। একইভাবে কনুই দিয়েও হাঁটুকে স্পর্শ করা যায় এবং হাত দিয়ে বিপরীত দিকের পায়ের পাতা পেছন থেকে স্পর্শ করা যেতে পারে।

(২) হাত ঘুরানো

পড়া, দ্রুত পড়া, লেখা , হাত ও চোখের সংযোগ ইত্যাদিকে সহায়তা করে।

মুখ বরাবর একটি হাত সামনে বাড়াতে হবে। এবার বুড়ো আঙুলকে সোজা খাড়াভাবে রেখে বাতাসে উলেণ্টখিত চিত্রের মত (∞) করে ঘুরাতে হবে। ঘাড় সোজা রেখে বুড়ো আঙুল যে দিকে ঘুরাবে সেই বরাবর তাকিয়ে থাকতে হবে। হাত, বাহু, মাংশপেশীর জন্য আরামদায়ক ও সঠিক দৃষ্টি পাতের জন্য প্রয়োজনীয়।

(৩) কান খাড়া

কানের উপর থেকে লতি পর্যন্ত আঙুল দিয়ে খুব আস্তে আস্তে কান টানতে হবে। কানের ভাঁজ করা অংশকে খুলে দিতে হবে। কয়েকবার এ ব্যায়ামটি করতে হবে। সঠিক বানান, সতর্কতা, স্মৃতি শক্তি, শোনার দক্ষতা, বিমূর্ত চিন্তা করার দক্ষতা বাড়াতে এ ব্যায়াম সাহায্য করে।

ছড়া ও কবিতা

ছড়া ও কবিতা পাঠদানের উদ্দেশ্য

ছড়া ও কবিতা শিখনের প্রাথমিক কয়েকটি উদ্দেশ্য চিহ্নিত করা হয়েছে।

১. শিশুদের শুদ্ধ উচ্চারণ শেখানো।

২. ছড়া/ কবিতার ছন্দ ও ভাবের সামঞ্জস্যপূর্ণ উপস্থাপনের মাধ্যমে শিশুর কল্পনা ও আগ্রহের বিকাশ সাধন করা।

৩. ছড়া/ কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে কথা বলার অনুশীলন ও উচ্চারণ অনুশীলন করতে শিশুদেরকে সাহায্য করা।

৪. শিশুদের নিজের মনোভাব ছড়া/ কবিতার মাধ্যমে প্রকাশ করতে উৎসাহিত করা।

পাঠদানের প্রক্রিয়া

শ্রেণিকক্ষে ছড়া/ কবিতা পাঠদানের জন্য শিক্ষক নিম্নলিখিত ধাপগুলো অনুসরণ করবেন-

১. ছড়া/ কবিতা ভিত্তিক প্রাসঙ্গিক ছবি দেখাবেন এবং ছড়া/কবিতায় উলিণ্ঢখিত বিষয়/বস্তুগুলোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন।

২. শুদ্ধ ও স্পষ্ট উচ্চারণে ছন্দ অনুসরণ করে শিশুদের ছড়া/ কবিতা আবৃত্তি করে শোনাবেন। আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় অঙ্গভঙ্গি বা অভিনয় করে দেখাবেন। শিশুদের নিয়ে ছড়া/ কবিতাটি একাধিকবার আবৃত্তি করবেন।

৩. শিশুদেরও অঙ্গভঙ্গি করে ছড়া/ কবিতাটি আবৃত্তি করতে বলবেন এবং লক্ষ্য রাখবেন, শিশুরা কবিতার ছন্দ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে কি না।

ছড়া ও কবিতা

(বাংলা ও ইংরেজি)

কালারস

রেড, রেড,
অ্যা রোজ ইজ রেড।
ব্লু, ব্লু,
দ্যা স্কাই ইজ ব্লু ।
গ্রীণ, গ্রীণ,
অ্যা লীফ ইজ গ্রীণ।
ব্ল্যাক, ব্ল্যাক,
মাই হেয়ার ইজ ব্ল্যাক।
ইয়েলো, ইয়েলো,
অ্যা বানানা ইজ ইয়েলো।

Colours

Red, red,
A Rose is red.
Blue, blue,
The sky is blue,
Green, green,
A leaf is green.
Black, black,
My hair is black.
Yellow, yellow,
A banana is yellow.

ওয়ান টু থ্রী

হপ হপ হপ
ওয়ান টু থ্রী
টার্ন এরাউন্ড এন্ড
জাম্প উইথ মি
ক্ল্যাপ ক্ল্যাপ ক্ল্যাপ
ওয়ান টু থ্রী
টার্ন এরাউন্ড এন্ড
পেণ্ট উইথ মি।

One Two Three

Hop, hop, hop,
One, two, three.
Turn around and
Jump with me.
Clap, clap, clap,
One, two, three,
Turn around and
Play with me.

এ রাইম

ওয়ান টু থ্রী ফোর ফাইভ,
ওয়ানস্ আই কট এ ফিস এলাইভ
সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন,
দেন আই লেট ইট গো এগেইন।

A Rhyme

One two three four five,
Once I caught a fish alive,
Six seven eight nine ten,
Then I let it go again.

টেডি বিয়ার

টেডি বিয়ার, টেডি বিয়ার,
টার্ন এরাউন্ড;
টেডি বিয়ার, টেডি বিয়ার,
টাচ দ্যা গ্রাউন্ড।
টেডি বিয়ার, টেডি বিয়ার,
পলিশ ইওর স্যুজ;
টেডি বিয়ার, টেডি বিয়ার,
গো টু স্কুল।

Teddy Bear

Teddy bear, teddy bear,
Turn around;
Teddy bear, teddy bear,
Touch the ground.
Teddy bear, teddy bear,
Polish your shoes;
Teddy bear, teddy bear,
Go to school.

পুসি ক্যাট
পুসি ক্যাট, পুসি ক্যাট,
হয়ার হেভ ইউ বিন?
আইভ বিন টু লন্ডন
টু লুক এট দ্যা কুইন
পুসি ক্যাট, পুসি ক্যাট,
হয়াট ডিড ইউ ডু দেয়ার?
আই ফ্রাইটেন্ড অ্যা লিট্‌ল মাউস
আন্ডার দ্যা চেয়ার।

Pussy Cat
Pussy cat, pussy cat,
where have you been?
I've been to London
to look at the Queen.
Pussy cat, pussy cat,
what did you do there?
I frightened a little mouse
under the chair.

বা বা ব- ্যাক শীপ
বা বা ব- ্যাক শীপ,
হ্যাভ ইউ এ্যানি উল?
ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার,
থ্রী ব্যাগস ফুল।
ওয়ান ফর মাই মাস্টার,
ওয়ান ফর মাই ডেইম,
এন্ড ওয়ান ফর দ্যা লিট্‌ল বয়,
হু লিভস ডাউন দ্যা লেইন।

Baa Baa Black Sheep
Baa baa black sheep,
Have you any wool?
Yes sir, yes sir,
Three bags full.
One for my master,
One for my dame,
And one for the little boy,
Who lives down the lane.

ডিং ডং বেল
ডিং ডং বেল
পুসি'স ইন দ্য ওয়েল
হু পুট হার ইন?
লিটিল জনি গ্রীণ
হু পুলড হার আউট?
লিটিল টমী স্টাউট।

Ding Dong Bell
Ding dong bell
Pussy's in the well
Who put her in?
Little johnny green.
Who pulled her out?
Little tommoy Stout.

সলোমন গ্রানডি
সলোমন গ্রানডি
বর্‌ন অন মানডে
নেইমড অন টুইসডে
মেরিড অন ওয়েড্‌নেসডে
ফেল ইল অন থার্সডে
ওরস্‌ অন ফ্রাইডে
ডাইড অন সেটারডে
বারিড অন সানডে
এন্ড দ্যাট ওয়াজ দ্য এ্ঁ অব
সলোমোন গ্রানডি।

Solomon Grundy
Solomon Grundy,
Born on Monday.
Named on Tuesday.
Married on Wednesday.
Feel ill on Thursday.
Worse on Friday.
Died on Saturday.
Buried on Sunday.
And that was the end of
Solomon Grundy.

লিটল স্টার
টুইঙ্কল টুইঙ্কল লিট্‌ল স্টার
হ্‌াও আই ওয়ান্ডার হোয়াট ইউ আর।
আপ এবাভ দ্যা ওয়ার্ল্ড সো হাই
লাইক এ ডায়মন্ড ইন দ্যা স্কাই।

Little Star
Twinkle twinkle little star
How I wonder what you are.
Up above the world so high
Like a diamond in the sky.

ঐ দেখা যায় তাল গাছ
ঐ আমার গাঁ
ঐ খানেতে বাস করে কানা বগীর ছা।
ও বগী তুই খাস কি?
পান্ড়াভাত চাস কি?
পান্ড়া আমি চাই না
পুঁটি মাছ পাই না।
একটা যদি পাই,
অমনি ধরে গাপুস গুপুস খাই।

কুকুর বাজায় টুমটুমি
বানর বাজায় ঢোল,
টুনটুনিতে টুনটুনালো
ইঁদুর বাজায় খোল।
সাপের মাথায় ব্যাঙ নাচুনি
চেয়ে দেখরে খুকুমনি।

ঘুম পাড়ানি মাসি পিসি মোদের বাড়ি এস
খাট নাই, পালং নাই, চোখ পেতে বস।
বাটা ভরা পান দেব গাল ভরে খেও
খুকুর চোখে ঘুম নাই ঘুম দিয়ে যেও।

হাটটি মাটিম টিম
তারা মাঠে পাড়ে ডিম
তাদের খাড়া দুটো শিং
তারা হাটটি মাটিম টিম

খোকা গেছে মাছ ধরতে
ক্ষীর নদীর কুলে
ছিপ নিয়ে গেলো কোলা ব্যাঙ
মাছ নিয়ে গেলো চিলে।

আয়রে পাখি দোয়েল, কোয়েল
আয়রে চড়াই কাক,
খাবার হাতে ডাকছে খোকা
আয়রে পাখির ঝাক।
জল দিয়েছে, ফল দিয়েছে,
বলছে দুহাত জুড়ে-
খাবার খাবি, কলকলাবি,
তার পরে যাস্‌, উড়ে।

আম পাতা জোড়া-জোড়া
খোকন চড়ে টাট্টু ঘোড়া
টাট্টু ঘোড়ার চাট্টি পা
ওই দেখা যায় কাজল গাঁ।
কাজল গাঁ টি অনেক দূর
পথের মাঝে সমুদ্দুর
খোকন ঘোড়ায় চড়ে না
টাট্টু ঘোড়া নড়ে না।

ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো
বর্গী এলো দেশে,
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে
খাজনা দেব কিসে।
ধান নাই পান নাই
এবার হবে কি,
আর কটা দিন সবুর কর
রসুন বুনেছি।

ধানের আঁটি কাজল মাটি,
বসতে দিলাম শীতল পাটি,
শীতল পাটি নকশি আঁকা,
বুবুর হাতে তালের পাখা।
তালের পাখা দখনে বাও,
আমার বাড়ি কুসুমগাঁও।

উদ বিড়ালে খুদ খায়
চালে নাচে ফিঙে
পুঁটি মাছে গীত গায়
মাগুর বাজায় শিঙে।

চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে
কদম তলায় কে
হাতি নাচছে, ঘোড়া নাচছে
সোনামণির বে।

আতা গাছে তোতা পাখি ডালিম গাছে মউ
এতো ডাকি মাসি পিসি কয় না কথা বউ।
বউ চেয়েছে টিকলি-খাড়ু আর চেয়েছে মল
সকাল থেকে খায়নি কিছু ঝরছে চোখের জল।
আতা গাছে তোতা পাখি ডালিম নিলো চোরে,
গোস্‌সা করে বউ পালালো উনিশ তারিখ ভোরে।

লম্বা ঠুঁটো মাছ রাঙাটি
খুঁজছে জলে মাছ
ঘাসের বুকে রঙ ধরেছে–
ফঁড়িং নাচে ঐ
খোকন বাবু রাগ করেছে–
দুধ খাবে না আজ,
চোখের জলে বন্যা এল
জল থৈ - থৈ - থৈ।

খোকা যাবে বিয়ে করতে
সঙ্গে যাবে কে
ঘরে আছে হুলো বেড়াল
কোমর বেঁধেছে।